বিশেষ বয়ান

মাওলানা তারিক জামীল

(১ম খন্ড)

অনুবাদ ও সংকলন

মাওঃ বেলায়েত হুসাইন লক্ষ্মীপুরী

সম্পাদনায়

মুফতী হাফিজুর রহমান যশোরী

পরিবেশনায়

আল-আকসা লাইব্রেরী

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উল্লেখ্য যে, বয়ানের একই বিষয়বস্তুকে একস্থানে আনার চেষ্টা করা হয়েছে পাঠকদের সুবিধার্থে। কিতাব লিখা এবং বয়ান লিখার প্রকাশভঙ্গি এক নয়, তাই কোথাও আয়াতের অর্থ দেওয়া হয় নাই, কোথাও ভাবার্থ দেওয়া দেওয়া হয়েছে। তাই পাঠকদের খটকা লাগতে পারে। পাঠকের ফায়দার জন্য মূল বয়ানের সাথে কোথাও কোথাও সংযোজন করা হয়েছে? এবং অত্যন্ত সহজ ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেন সকল স্তরের লোকজন সহজে বুঝতে নেন।

কোরআনের আয়াতগুলোর প্রমাণাদি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আগামীতে হাদীসগুলোরও প্রমাণাদি দেওয়া হবে। হযরতের আরো অন্যান্য বয়ানগুলো যেন পাঠকদের খেদমতে আরজ করতে পারি তাই, দোয়া প্রার্থী। মানুষ হিসাবে ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক তাই জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো। আল্লাহ তায়ালা যেন এ খেদমততে কবুল করে নেন। আমীন

অধম
বেলায়েত হুসাইন লক্ষীপুরী
নায়েবে মুহতামিম
মদিনাতুল উলুম সিরাজিয়া মাদ্রাসা
গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
মোবাইল ঃ ০১১-০৩১৮৮২

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . يَآ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ-قُمْ
فَاَنْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ-وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - وَلَاتَمْنُنْ
تَسْتَكْثِرُ - وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ - (সূরা মুদ্দাসির, আয়াত : ১-৭)

যে আল্লাহ্র রাস্তায় আর যে আপন গৃহে উভয়ে এক সমান নয়

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আপনারা আল্লাহ্র রাস্তায় ফিরছেন। আল্লাহ্ তায়ালা এ কাজকে কোন উম্মতের জিম্মায় দেননি, আমার পয়গামকে মানুষের নিকট পৌঁছাও। নবীদের মত এই উম্মতের জিম্মায় দেয়া হয়েছে এ কাজকে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার পয়গামকে মানুষের নিকট পৌঁছানো। যেমনিভাবে আল্লাহ্ তায়ালা নবীদের উঁচু মর্যাদা দান করেছেন তেমনি এই উম্মতকে আল্লাহ্ তায়ালা নবীদের মত উঁচু মর্তবা দান করেছেন, কেন দান করেছেন?

তার দাওয়াতের কারণে, আল্লাহর দিকে ডাকার কারণে, তার জন্য ঘর ছাড়ে, কাজ ছাড়ে, বিবি বাচ্চাকে ছাড়ে এবং সমগ্র দুনিয়ায় ফিরে। এই সুন্নাত ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবীদের ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা হুজুর (সাঃ)-কে শেষ নবী করে নবুওয়্যাতকে খতম করে দিলেন এবং এই জিম্মাদারি উম্মতকে দিলেন। তাই আল্লাহর রাস্তায় চলনে ওয়ালা এবং আপন গৃহে অবস্থানকারী এক সমান নয়।

একবার হযরত আব্বাস (রাঃ) বলতে লাগলেন, আমি হাজ্বীদেরকে পানি পান করাবো ইহা আমার জন্য যথেষ্ট হবে। হযরত হামজা (রাঃ) বললেন আমি বাইতুল্লাহ্ শরীফের মধ্যে ইবাদত করব, ইহা আমার জন্য যথেষ্ট হবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমি এখনই হুজুর (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করব তারা যা বলে। আল্লাহ্র নিকট অধিক পছন্দের আমল

কোনটি? জুমা'আর দিন ছিল সেদিন। হুজুর (সাঃ) নামায পড়ালেন খোৎবা এবং নামায শেষ করলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা সয়ং উত্তর দিলেন। নিজের হাবীবের জাওয়ার দেওয়ার পূর্বেই তিনি উত্তর দিলেন,

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

(সূরা তাওবাহ্, আয়াত : ১৯)

আমার রাস্তায় জিহাদকারী এবং হাজ্বীদেরকে পানি পান করানেওয়ালা এবং বাইতুল্লাহ্ শরীফে ইবাদত করনেওয়ালাকে যে সমান মনে করে সে জালেম। তাদেরকে সমান মনে করাও জুলুম।

والله لايهدى القوم الظالمين এর উদ্দেশ্য, যে আল্লাহ্র রাস্তায় চলনেওয়ালা এবং মসজিদে ইবাদত করনেওয়ালাকে সমান মনে করে সেও জালেম এবং জালেম হিদায়াত পায় না।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ - يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ - خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا - اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ -

(সূরা তাওবাহ্, আয়াত : ২০/২১)

যারা ঈমান আনবে এবং হিজরতের নিয়তে ঘর ছাড়বে এবং আল্লাহ্র দ্বীন জিন্দা করার জন্য নিজের জান মাল দ্বারা জিহাদ করবে অর্থাৎ মেহনত করে দ্বীন জিন্দা করার জন্য। জান মালের কোরবানী দিবে,

اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ

আল্লাহ্র নিকট উঁচু দরওয়াজা পাবে।

জান্নাতুল ফেরদাউসের বর্ণনা

জান্নাতুল ফেরদাউসকে আল্লাহ্ তায়ালা নিজ কুদরতি হাতে তৈরী করেছেন।

তাঁর দরজা সবচেয়ে উঁচু দরজা। সবচেয়ে উঁচু দরজা হওয়ার কি অর্থ?

সকল ঈমানওয়ালা জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতকে আল্লাহ্ তায়ালা كن শব্দ দ্বারা তৈরী করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা এক জান্নাত তৈরী করেছেন নিজ কুদরতি হাতে। ঐ জান্নাতের নাম দিয়েছেন জান্নাতুল ফেরদাউস। উহাতেও ১০০ দরওয়াজা রয়েছে। এক দরওয়াজা হতে অন্য দরওয়াজার দূরত্বের পরিমাণ. যেমন আছমান থেকে জমিনের দূরত্ব। এবং ঐ জান্নাত এত উঁচু নিচের জান্নাতীগণ যখন সেই উঁচু জান্নাতের দিকে লক্ষ্য করবে, তাদের কাছে এমন মনে হবে যেমন আমরা আকাশের তারকাকে ছোট দেখি। নীচের জান্নাত ওয়ালারা বলবে এটা জান্নাতুল ফেরদাউস তাদের দরওয়াজা সবচেয়ে উঁচু (اعظم درجة) -আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে তৈরী করেছেন এবং এতে মহর লাগিয়ে দিয়েছেন।

لَانَبِيٌّ مُرْسَلٌ

দেখেননি কোন নবী,

لَمْ يَرَهَا اَحَدٌ مِنْ خَلْقِهٖ

কেউ দেখেনি,

وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ

ইহা বন্দ, দেখেননি কোন ফেরেশতা,

اِنَّ الْجَنَّةَ يُفْتَحُهَا كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ

আল্লাহ্ তায়ালা প্রতিদিন ইহাকে ৫ বার খোলেন এবং বলেন,

اِزْدَادِيْ طِيْبًا لِاَوْلِيَائِيْ اِزْدَادِيْ حُسْنًا لِاَوْلِيَائِيْ

-হে জান্নাত আমার দোস্তদের জন্য খুশবুদার হয়ে যাও, পাক হয়ে যাও, (সুন্দর) খুবসুরত হয়ে যাও। পাঁচবার আল্লাহ্ তায়ালা ইহাকে সাজান। পাঁচবার খুশবু লাগান। পাঁচবার খুবসুরত বানান। এই জান্নাতের ঘর আল্লাহ্ তায়ালা অন্য জান্নাতে যে সকল ঘর তৈরী করেছেন সে জান্নাতের ঘরের মত নয়। সাধারণ জান্নাতের ঘরের একটি ইট হবে সোনার অপরটি হবে রূপার। জান্নাতুল ফেরদাউসে আল্লাহ্ তায়ালা যে ঘর তৈরী করেছেন তাতে,

لَبِنَةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءُ

-এক ইট লাল ইয়াকুতের (এক ধরনের, দামী পাথর)

وَلَبِنَةٌ مِنْ زَمُرَدَةٍ خَضْرَاءُ

এক ইট হলুদ জমরদের (ইহাও এক দামী পাথর)

وَلَبِنَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ بَيْضَاءُ

এক ইট সাদা মুতির,

مِلَاطُهَا الْمِسْكُ

যার প্লাষ্টার হবে সুগন্ধি মেশক। কংকর হবে লাল মুক্তা,

حَصْبَاءُ هَا اللُّؤْلُؤُ

ইয়াকুত পাথরের ছোট ছোট টিলা হবে,

حَشِيْشُهَا الزَّعْفَرَانُ

জাফরানের ঘাস হবে,

وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ

আল্লাহ্ তায়ালা নিজের আরশকে উহার ছাদ বানিয়েছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা যত মাখলুক তৈরী করেছেন তা থেকে আরশ সবচেয়ে সুন্দর। জান্নাতুল ফেরদাউসের প্রত্যেকটা মহলের ছাদ আল্লাহ্ তায়ালার আরশ। অন্যান্য জান্নাতীদের জন্য তা হবে না।

اعظم درجة

ইহা অনেক বড় উঁচা দরজা

وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

আর তারাই সফলকাম

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে রহমতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। ঈমান আনবে এর বদলায় রহমত দিবেন এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান মাল লাগাবে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা নিজের রেজা (অর্থাৎ সন্তুষ্টি) দান করবেন। ورضوان এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাদের উপর রাজী হয়ে গেল। নিজের ঘর ছেড়েছে এজন্য আল্লাহ্ তায়ালা এমন ঘর দান করবেন যা চিরস্থায়ী।

وَجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ

এমন ঘর দান করবেন যেই ঘর তাকে ছাড়বেনা, সেও ঐ ঘরকে ছাড়বে না। দুনিয়ার ঘর আমাদেরকে ছেড়ে দেয় অথবা আমরা দুনিয়ার ঘরকে ছাড়ি কিন্তু জান্নাতের ঘর আমাদেরকে ছাড়বেনা আমরাও জান্নাতের ঘরকে ছাড়ব না। উহার নিয়ামত সর্বদা থাকবে। নেয়ামত বাড়তে থাকবে, কমবে না এবং কখনো শেষ হবে না। প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহ্ তায়ালা এর নিয়ামতকে বাড়াতে থাকবেন। আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানের পরিবর্তে রহমত দান করবেন, আল্লাহর রাস্তায় মেহনতের পরিবর্তে রেজা (সন্তুষ্টি) দান করবেন। ঘর ছেড়ে হিজরত করেছে চিল্লা,৩চিল্লা, ১ বছর, দেড় বছর, সাত মাস লাগানোর কারণে আল্লাহ্ তায়ালা এমন ঘর দান করবেন যা কখনো শেষ হবে না, ধ্বংস হবে না। সব সময়ের ঘর। এই ঘরকে একবার বানিয়ে তাকে সর্বকালের জন্য করে দিলেন। এবং প্রতিদিন ইহার সৌন্দর্যকে বাড়াচ্ছেন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ আল্লাহ্র রাস্তায় চলনেওয়ালা প্রতিটি কদমে

জান্নাতের কতটি দরজাকে অতিক্রম করে, ইহা এমন এক রাস্তা যার ধুলাবালিকেও জান্নাতের খুশবু বানানো হবে। তবে এই রাস্তার আমলের মূল্য কত হবে। এক ব্যক্তি এসে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ,

كَيْفَ لِيْ اَنْ اَنْفَقْتَ مِنْ مَالِي حَتّٰى اَبْلُغَ بِهٖ دَرَجَةَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

আপনার কি রায়, আমি আমার মাল থেকে কিছু আল্লাহর রাহে খরচ করব, যেন আমি আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের সমপরিমান নেকী লাভ করতে পারি। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কত মাল আছে?

وَمَا مَالُكَ সে উত্তর দিল سِتَّةُ الْاَفِ ছয় হাজার,তখন হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন,

لَوْ تَصَدَّقْتَ بِهَا

তুমি যদি সম্পূর্ণ খরচ করে দাও

مَا كَانَ عَدْلُ نَوْمَةِ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তবে তোমার মোকাবেলায় যে আল্লাহর রাস্তায় শোয়া কোন আমল করতেছে না,তার যেই পরিমান নেকি হচ্ছে তোমার সেই পরিমানও হবে না। যদি ঘুমন্ত ব্যক্তির এই পরিমান নেকি হয়, তবে যে আল্লাহর রাস্তায় গাস্ত করবে, দাওয়াত দিবে, মাল খরচ করবে,পেরেশানী ভোগ করবে,তার কি মিলবে?

একটি হাদীসে আছে, আব্দুর রহমান বিন আউফ নামের এক সাহাবী ৩০টি গোলাম আযাদ করলেন, যে একটি গোলাম আযাদ করে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়। এক ব্যক্তি হয়রান হয়ে ইহা দেখতে লাগল। তখন তিনি তাকে দেখে বলেন,

اَوَلَا اُخْبِرُكَ بِاَفْضَلِ مِمَّا صَنَعْتُ

আমি যেই আমল করলাম তোমাকে এরচেয়ে বড় আমলের কথা বলবো?
বললো নিশ্চই,

بَيْنَمَا رَجُلٌ عَلٰى دَابَّتِهٖ يَسِيْرُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তিনি বলেন এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় চলছে সে তার সাওয়ারীর উপরে গোড়া, গাধা, উট যে কোন এক সাওয়ারীর উপরে চড়ে যাচ্ছে এবং তার হাতে চাবুক। চলতে চলতে তার ঘুম এসে গেল,ঘুম আসার কারণে হাত নরম হয়ে গেল এবং চাবুক পড়ে গেল, পড়ার কারণে তার কষ্ট অনুভব হলো তাকে এ সামান্য কষ্টের কারণে আল্লাহ তায়ালা যেই পরিমাণ নেকি দিবেন আমাকে ৩০টি গোলাম আযাদ করার কারণেও তৎসমপরিমান দিবেন না।

নিজেই চিন্তা করে দেখুন সে ব্যক্তি কোন আমল করেনি। আমলতো হতো দাওয়াত দেওয়া, গাস্ত করা, তালীম করা, জান-মাল, লাগানো। এক ব্যক্তি যাইতেছে ঘুম এসে গেল চাবুক পড়ে গেল, কষ্ট হলো যেহেতু সামান্য পেরেশানী আসল আর তা আল্লাহর রাস্তায় আসল সে কারণে নেকী। যখন মানুষ আল্লাহর রাস্তায় কদম উঠায় সমস্ত গুনাহ্ উপরে খাড়া হয়ে যায়, যখন সে ঘর হতে বের হয়ে চলে আসে তখন সমস্ত গুনাহ্ নীচে পড়ে যায় অর্থাৎ মাফ হয়ে যায়।

حَتّٰى لَايَبْقٰى عَلَيْهِ مِثْلُ جَنَاحِ بَعُوْضَةٍ

তার শরীরে এক মশার পাখা পরিমানও বাকী থাকে না,মাফ হয়ে যায়।

এবং আল্লাহ্ তায়ালা চারটি বিষয়ে জিম্মাদার হন।

يخلفه فِيْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

তুমি আমার রাস্তায় যাও আমি তোমার ঘরের হেফাজত, তোমার জানের হেফাজত, তোমার মালের হেফাজত, তোমার আওলাদের হেফাজত, সকলের হেফাজত করব।

যে আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় যায় আল্লাহ্ তায়ালা তার জান মালের হেফাজত করেন।

এক মহিলা আল্লাহর রাস্তায় গেল। ফিরে এসে দেখল একটি বকরী ও বুরুশ (যা দ্বারা কাপড় বুনা হয়) হারিয়ে গেল। বললো হে আল্লাহ, তুমি বলেছ যে তোমার রাস্তায় যাবে তুমি তার জান ও মালের হেফাজত করবে। আমার বকরি এবং বুরুশ কোথায় গেল। আমাকে তুমি দাও, দুই তিন বার জোরে বললো। হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন, হে আল্লাহর বান্দী তুমি আল্লাহর নিকট এভাবে দাবী করো না। তার পরও সে বলতেছে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা আসমান থেকে তার জন্য ২টা বকরী এবং ২টা বুরুশ পাঠিয়ে দিলেন।

আমরা আল্লাহর রাস্তায় আমাদের জানমালের হেফাজত হচ্ছে।

اَىُّ مَيِّتَةٍ مَاتَ بِهَا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ

যেখানে মারা যাবে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু এসে যাবে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

اِذَا رَدَّهُ رَدَّهُ مِنْ مَالِ اَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ

ঘরে ফিরবে তবে আজর ও সাওয়াব সহ ফিরবে।

اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ غَرَبَتْ ذُنُوْبُهُ

সকাল থেকে নিয়ে সন্ধা পর্যন্ত যে সকল গুনাহ হয় আল্লাহর রাস্তায়, যখন সূর্য ডুবে যায় তখন তার গুনাহ্ ও খতম হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলার মধ্যে এই পরিমান লম্বা চওড়া ছওয়াবের দরওয়াজা আল্লাহ তায়ালা খুলে দেন। এর বরাবর আল্লাহ্ তায়ালা কোন আমল তৈরী করেন নি।

হুনাইনের যুদ্ধে হুজুর (সাঃ) বললেন, আজ রাতে কে পাহারাদারী করবে? হযরত আনাস ইবনে মুরশিদ গনামী (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পাহারা দিব। বললেন, যাও ঐ ঘাটির ওপর খাড়া হয়ে যাও। গেল এবং রাত্রে পাহারা দিল। হুজুর (সাঃ) ফজরের নামাজের সালাম ফিরানোর পরে জিজ্ঞাসা করলেন ভাই আমাদের পাহারাদারের কি হলো? লোকেরা বললো এখনো আসে নাই। হুজুর (সাঃ) দূরে লক্ষ্য করলেন মাটি উড়তেছে হুজুর (সাঃ) বললেন, সে আসছে। হুজুর (সাঃ)

এখনো নামাযের মুছল্লা থেকে উঠেননি। সে ঘোড়ায় চড়ে হুজুর (সাঃ)-এর সামনে এসে খাড়া হয়ে গেল। সালাম দিলেন। হুজুব (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার রাত্রি কিভাবে কাটলো? বললো কেবল নামাজ এবং ইস্তেন্জার জন্য ঘোড়া থেকে নেমেছি। হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করলেন।

مَا عَلَيْهِ اَنْ لَا يَعْمَلَ بَعْدَهُ

যার ভাবার্থ,

আজকের পরে তুমি যদি কোন আমল নাও কর, তবে তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। এক রাত্র পাহারা দেয়ার করণে বলেন, তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। সারা জীবন ঘরে ইবাদাত করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব এ সুসংবাদ দেননি। এক রাত্র আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়ার কারণে সারা জীবনের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল।

অপর এক হাদীসে আছে,

مُوْقِفُ سَاعَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ

সামান্য সময়ের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় দাঁড়ানো, এক ব্যক্তি ক্বদরের রাত্রে হাজ্বুরে আসওয়াদের সামনে খাঁড়া হল ক্বদরের রাত্রে হাজ্বুরে আসওয়াদের সামনে নফল পড়ছে।

বাইতুল্লাহ্ শরীফে এক রাত্রের ইবাদাত এক লক্ষ রাতের ইবাদাতের সমান এবং সেই এক রাত্র হাজার মাস থেকে উত্তম। এক লক্ষ্য রাত্রকে যদি হাজার মাস দিয়ে গুণ করা হয় তবে ১০ কোটি মাস হয়। ১০ কোটি মাসের ইবাদাত থেকেও উত্তম কিছু সময় আল্লাহর রাস্তায় দাঁড়ানো। অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِهِ عُمُرِهِ

কিছু সময় আল্লাহর রাস্তার দাঁড়ানো সমগ্র জীবনের ইবাদাত থেকেও

উত্তম। অপর এক রেওয়াতে আছে,

لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِهٖ سَبْعِيْنَ عَامًا

অল্প কিছু সময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় দাঁড়ানো ৭০ বছরের ইবাদাত হতেও উত্তম। অল্প সময় দাঁড়ানোর এতগুলো রেওয়াত। যদি এই সামান্য পরিমান সময়ের এত দাম হয়, তবে ভাই এক বছরের কত মূল্য হবে। চার মাসের কত মূল্য হবে। ১ চিল্লার কত মূল্য হবে। (ساعة) অর্থ কিছু সময় যা ২০ মিনিটকে বলা হয়। বিশ মিনিটের যদি এত মূল্য হয় তবে ১ চিল্লা, ৩ চিল্লা, ১ বছর প্রত্যেক বছর তিন চিল্লা, সারা জীবন লাগানোর কারণে আল্লাহ্ তায়ালা কি দিবেন। এ জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা এই আমলের বরাবর কোন আমলকে বানাননি। এই আমলকে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জন্য ব্যবসা বানিয়েছেন। নামাযকে ব্যবসা বলেননি, রোযাকে ব্যবসা বলেননি, হজ্বকে ব্যবসা বলেননি যাকাতকে ব্যবসা বলেননি অন্যান্য ভাল কাজকে ব্যবসা বলেননি, তাহাজ্জুদকে ব্যবসা বলেননি, ইলেম শিখা শিখানোকে ব্যবসা বলেননি, ইহাকে ব্যবসা বলেছেন।

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

(সূরা সফ,আয়াত : ১০-১৩)

আমি কি তোমাদেরকে এক ব্যবসার কথা বলবো না? যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দিবে।

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে।

وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

এবং জান মাল নিয়ে আমার রাস্তায় ফিরে জিহাদ করবে।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

ইহা তোমাদের জন্য অনেক ভালো যদি তোমরা জানতে এ জন্যই উত্তম, এদিকে তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হলে অপর দিকে তোমদের

সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে গেল। বড় আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ্ তায়ালা নুহ (আঃ) এর কওমকে বললেন, ইমান আন,

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ

তোমাদের কিছু গুনাহ্ মাফ করবো

আমাদের ব্যাপারে বলেন–

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

তোমদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিব।

গুনাহ্‌তো সমস্ত মা'ফ হলো, দিত্বীয় পুরস্কার,

يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

তোমাদের জান্নাতে এমন ঘর দান করবো, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে।

জান্নাতে নহরের বর্ণনা

اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ (সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ১৫

غَيْرِ اٰسِنٍ اَىْ صَافٍ مَا فِيْهِ كَدْرٌ

এরকম পানীর নহর, যেই পানি কখনো গান্দা হবে না, দুর্গন্ধময় হবে না, টক হবে না, যার সুগন্ধীর এক ফোটা জমিনে ঢালা হলে সারা জাহান সুগন্ধীময় হয়ে যাবে। তার এক কিনারা মুতির এবং অপর কিনারা ইয়াকুতের। পরিমানে এত বড় যদি পুরা দুনিয়াকে ঐ নহরে ঢালা হয় এ রকম অদৃশ্য হবে যেমন– বড় পুকুরে ছোট পাথর নিক্ষেপ করলে অদৃশ্য হয়, এত বড় নহর।

وَاَنْهَارٌ مِنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ

এমন দুধের নহর যার স্বাধ পরিবর্তন হবে না,

لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُطُوْنِ الْمَاشِيَةِ

যাহা কোন গাভী-মহিশ থেকে বের হয়নি,

وَاَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِيْنَ

সুস্বাদু শরাবের নহর পানকারীদের জন্য,

لَمْ يَعْصِرْهَا الرِّجَالُ بِاَقْدَامِهَا

যা মানুষ তৈরী করেনি,

وَاَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى

আছে পরিশোধিত মধুর নহর,

لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُطُوْنِ النَّحْلِ

যা মৌমাছি থেকে বের হয়নি।

আল্লাহ্ তায়ালার (امركن) 'হও' বলা দ্বারা হয়ে গেল।

এই নহরগুলি প্রত্যেক জান্নাতির মহলের নিচে দিয়ে প্রবাহিত হবে। ডান পাশ দিয়েও প্রবাহিত হবে, বাম পার্শ্ব দিয়েও প্রবাহিত হবে। এই নহরে লম্বা চওড়া নৌকা প্রবাহিত হবে, এত লম্বা চওড়া নৌকা যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন এবং এই নহরে মাছও সাঁতার কাটতে থাকবে। এত সুন্দর মাছ যা মেশক থেকেও অধিক সুগন্ধময়, মধু থেকেও অধিক সুস্বাদু মিষ্টি। মাথা বের করে জান্নাতীকে জিজ্ঞাসা করবে, হে আল্লাহ্র ওলী! আপনি কি আমাকে খেতে চান, নাকি চান না? মানুষতো মাছ শিকার করার জন্য বর্শি নিক্ষেপ করে, জাল ফেলে, অথচ সে নিজেই এসে জিজ্ঞেস করবে, উত্তরে বলবে খাব।

জোল ওয়ালা مَطْبُوْخًا খাবেন, ভূনা খাবেন (مَشْوِيًّا)

কি রকম খাবেন যে রকম ইচ্ছা খান। ভূনা খাও অথবা শুরবা ওয়ালা খাও আমি হাজির হব। সে মাছ তার সাথে কথা বলবে। আরেকটি নহর আছে যার নাম **"হারওয়াল"**।

উহার দুই কিনারায় খুব সুন্দর মেয়েরা দাঁড়ানো, যারা সব সময় জান্নাত ওয়ালাদের জন্য গাইতেছে। সব সময় আল্লাহর তাসবীহ্ তাহলীল তাদের মিষ্টি মুখে সমগ্র জান্নাতে এক প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়।

আরেকটি নহর আছে যার নাম رَيَّانٌ **(রাইয়্যান)**

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ نَهْرًا اِسْمُهٗ رَيَّانُ عَلَيْهِ مَدِيْنَةٌ مِنْ مَرْجَانٍ لَهٗ سَبْعُوْنَ اَلْفَ بَابٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لِحَامِلِ الْقُرْاٰنِ

সেই নহরের উপরে মারজানের শহর (মণিমুক্তা) যার সত্তর হাজার সোনা-রূপার দরওয়াজা আছে। যাহা আল্লাহ্ তায়ালা হাফেজে কোরআনকে দিবেন।

আরেকটি নহর আছে যার নাম **"বাইদাখ"** যাহা মুতি দ্বারা বন্ধ, উহাতে মেশক, আম্বর, জাফরান রয়েছে। যখন এর উপরে আল্লাহ্ তায়ালার নূরের তাজাল্লি পড়ে তখন ইহা থেকে "হুর" বের হয়ে আসে। কোথায় ঐ জান্নাত যেখানে নহর ভর্তি। ঐ নহর সমূহের সাথে রয়েছে,

عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৫০)

প্রবাহিত দুই নহর,

عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (সূরা আর-রাহমান আয়াত : ৬৬)

উচ্ছলিত দুই নহর,

এ রকম নহর যাহা উপরে উঠে, পুনঃ নীচে নেমে যায়। কোন নহর প্রবাহিত হচ্ছে, কোনটি উপরে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তায়ালা এই নহরের কিনারায় খুব সুন্দর খিমা (তাবু) তৈরী করে রেখেছেন। একটি খিমা (তাবু) যার দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল প্রস্থ ৬০ মাইল। এই খিমা কাপড়ের নয়, পশমের নয়, চামড়ার নয়, মুতির (মুক্তার)। ৬০ মাইল লম্বা চওড়া এই মুতির খিমাতে জান্নাতের রমণীগণ বসে আছে।

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنّٰتِ عَدْنٍ

তোমাদেরকে ঐ জান্নাতে পৌঁছানো হবে, যার নাম **আদন** এবং সেখানে তোমাদেরকে এমন ঘর দেওয়া হবে যাহা খুব সুন্দর, পবিত্র। জৈনক ব্যক্তি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আবু হুরায়রা (مَسَاكِنَ طَيِّبَةً)কি? তিনি ফরমাইলেন, তুমি জাননেওয়ালার নিকট এসেছ। বলল সেটা জান্নাতের অনেক বড় একটি মহল যাতে লাল ইয়াকুতের ৭০টা আলীশান ইমারত (প্রসাদ)। প্রত্যেক প্রসাদে ৭০ টা কামরা হবে সবুজ যমরদের (এক ধরনের দামী পাথর)। প্রত্যেক কামরায় ৭০ টা খাট হবে। প্রত্যেকটা খাট এত লম্বা যে, উহাতে ৭০ টি বিছানা হবে। প্রত্যেক বিছানায় জান্নাতের একটি হুর (রমনী) হবে।

سَبْعُوْنَ دَارًا مِنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ فِيْ كُلِّ دَارٍ سَبْعُوْنَ بَيْتًا مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ فِيْ كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُوْنَ سَرِيْرًا عَلٰى كُلِّ سَرِيْرٍ سَبْعُوْنَ فِرَاشًا عَلٰى كُلِّ فِرَاشٍ جَارِيَةٌ-

(টীকা ঃ উক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী হিসাব করে দেখা যায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ ১০ হাজার হুর হয়)

সেই হুর এত সুন্দর সূর্যকে আঙ্গুল দেখালে সূর্য আর নজরে আসবে না। সমুদ্রে থুথু নিক্ষেপ করলে সমুদ্র মধু হতেও মিষ্টি হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির সাথে কথা বললে সে জিন্দা হয়ে যাবে। ৭০ জোড়া কাপড়ের ভিতর দিয়ে তার শরীর নজরে আসবে। অসুস্থ হবে না, কোন দিন বৃদ্ধ হবে না, কোন দিন পেরেশান হবে না। যার পেশাব নেই, যার পায়খানা নেই, হায়েজ (ঋতুশ্রাব) নেই। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে মাটি থেকে তৈরী করেননি। তাকে তৈরী করেছেন মুশক, আম্বর জাফরান দিয়ে। প্রত্যেক কামরায় থাকবে, ৭০টি দস্তরখান, প্রত্যেক দস্তরখানে সত্তর প্রকারের খানা থাকবে, প্রত্যেক কামরায় সত্তরজন চাকরানী থাকবে, এত লম্বা চওড়া এক ঘর। আল্লাহ্ তায়ালা ঈমান ওয়ালাকে, দ্বীনের মেহনত করনে ওয়ালাকে দিবেন। কি শক্তি দিবেন?

يُعْطٰى لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَأْتِيْ عَلٰى ذٰلِكَ كُلِّهٖ فِي الْغَدَاةِ الْوَاحِدَةِ

আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমান, ঈমানওয়ালাকে, দ্বীনের মেহনত করনে ওয়ালাকে এই পরিমান শক্তি দিবেন যে, অর্ধ দিনে সমস্ত বিবিদের সাথে সহবাস করতে পারবে, সমস্ত খানা খেতে পারবে, কোন সমস্যা হবে না। জাওয়ানী শক্তি, সুস্থতা জাওয়ানী, ইহাই মাসাকিনা ত্বইয়্যেবাহ্ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করে,

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

ইহাই বড় সফলতা।

কিন্তু শুধু জান্নাতেতো তোমরা সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তোমাদের দুনিয়া মিলবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَأُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ

এবং যাহা তোমরা খুব পছন্দ করবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।

তোমরা আশা কর আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়াতেও যেন কিছু দেন। হে আমার হাবীব, তাদের সুসংবাদ শুনান যে, তোমরা দ্বীনের মেহনত কর, জান্নাত তৈরী করবো দুনিয়াও দিয়ে দিব। তোমাদের আল্লাহর সাহায্যও মিলবে, বিজয়ও মিলবে। এই দাওয়াতের মেহনতের বিনিময়ে জান্নাতও মিলবে আখেরাতও মিলবে। তার এক এক ক্বদমে যেই দরজা সমূহ আল্লাহ্ তায়ালা লুকিয়ে রেখেছেন, সামান্য ঝলক যদি নজরে আসে তবে মরার জন্য তৈরী হয়ে যাবে।

জান্নাতের হুরে আয়না

একবার এক জামাত আল্লাহ্র রাস্তায় চলার জন্য তৈরী হচ্ছে। শাম দেশে এক জন বুযুর্গ ছিলেন, যিনি আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়ার জন্য তারগীব (উৎসাহ) দিচ্ছেন এবং তাদেরকে তৈরী করতেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে জান মাল ক্রয় করে নিয়ে নিলেন। বলেন কে

তৈয়ার আছেন? এক নওজাওয়ান দাঁড়িয়ে বললো, এই মেহনতের বিনিময়ে আমার জান্নাত মিলবে? উত্তরে বললেন, নিশ্চয় মিলবে। যুবক বললো আমি তৈরী আছি, আপনার সাথে যাবো। বড় সুন্দর জাওয়ান ছেলে ১৬/১৭ বছর বয়স, তার সাথে বের হলো। ঐ যমানায় তো দুই এক কথা শুনলেই দাঁড়িয়ে যেত, এখনতো তিন ঘণ্টা বয়ানের পর ১ চিল্লার জন্য দাঁড়ানোও কঠিন, ঐ সময় দশ মিনিটের বয়ান শুনেই জান কোরবান করে দিত।

এখন চলতে চলতে বাড়ি থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে চলে গেল। সেখানে কাফেরদের সাথে জিহাদ হচ্ছে। সে ঘোড়ার উপর ছাওয়ার ছিল, তাহার নিদ্রা এসে গেল, অল্প ঘুম আসল তার চোখ খোলা। তখন সে বলতে লাগল,

وَاشَوْقَاءِ لِلْعَيْنَاءِ مَرْضِيَةَ

আমি আয়নায়ে মারজিয়ার কাছে যেতে চাই।

লোকেরা বললো তুমি পাগল হয়ে গেলে। তাহার দেমাগ খারাপ হয়ে গেছে। সে ঘোড়া দৌড়িয়ে ঐ লস্করে শেখ আকুল ওয়াহেদ নামে একজন বুজুর্গ ছিলেন তার কাছে এল। বললো আমার তো আয়নার আগ্রহ লেগে গেল। আমি দুনিয়াতে থাকতে চাই না। অথচ তাকে অল্প ঝলক আল্লাহ্ তায়ালা দেখালেন, সেই বুযুর্গ বললেন, আমাকে বল কি হয়েছে। সে বললো, আমি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলাম, আমার নিদ্রা এসে গেল। আমি স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি বলছে চলো তোমাকে আয়নার কাছে নিয়ে যাব। সে আমার হাত ধরলো এবং আমাকে এক বাগানে নিয়ে গেল। দেখলাম জান্নাত, পানির নহর, উহার কিনারায় অত্যন্ত সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট রমণীগণ, এত সুন্দর রমনী যার সৌন্দর্যকে দেখে কেউ বর্ণনা করে বুঝাতে পারবে না।

তারা আমাকে দেখে বললো,

مَرْحَبًا بِزَوْجِ الْعَيْنَاءِ

আয়নার স্বামী এসে গেল

আমি তাদেরকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

اَيَتُكُنَّ الْعَيْنَاءِ

আপনাদের মাঝে আয়না কে? তারা উত্তর দিল,

نَحْنُ خَدَمٌ لَهَا وَاِيْمَاءِهَا

আমরা আয়নার চাকরানী, আয়না আমাদের মাঝে নেই, আপনি সামনে যান। আমি সামনে গিয়ে দেখলাম সেখানে দুধের নহর প্রবাহিত হচ্ছে এবং সেখানে এমন রমণীগণ দন্ডায়মান যারা পূর্বের রমণীগণ হতেও অনেক বেশী সুন্দর। যাদেরকে দেখে মানুষ ফেতনায় পড়ে যাবে, এমন সুন্দর রমনী যারা আমাকে পূর্বের রমনীগণকে ভুলিয়ে দিল। পুনরায় আমাকে বললো,

مَرْحَبًا بِزَوْجِ الْعَيْنَاءِ

আয়নার ঘরওয়ালা এসে গেল।

আমি তাদেরকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের মাঝে আয়না কে?

اَيَتُكُنَّ الْعَيْنَاءِ

তারা বললো, আমরা আয়নার চাকরানী আপনি সামনে চলুন। আমি সামনে চললাম, দেখলাম প্রবাহমান শরাবের নহর। সেখানে এমন রমণীগণ,

اَنْسَانِي مَنْ خَلَقْتُ

তাদের দেখে আমি পিছনের সবকিছু ভুলে গেলাম। আল্লাহ তায়ালা তাদের চেহারায় এ রকম সৌন্দর্য দান করেছেন, তাদের দেখে চক্ষু সবকিছু ভুলে গেল, তারা আমাকে বললো,

مَرْحَبًا بِزَوْجِ الْعَيْنَاءِ

আয়নার স্বামী এসে গেল, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের মাঝে আয়না কে?

أَيَّتُكُنَّ الْعَيْنَاءُ

তারা আমাকে উত্তর দিল

نَحْنُ خَدَمٌ لَهَا

আমরা তার চাকরানী।

আপনি সামনে চলুন, সামনে গিয়ে দেখি প্রবাহমান মধুর নহর। তার কিনারে এ রকম রমনীগণ, যাদের সৌন্দর্যের কথা কেউ বর্ণনা করে বুঝাতে পারবে না। এই চার নহরের পার্শ্বে রমণীগণ দাঁড়ানো ইহাতো একটি ঘটনা, হাদীসে আছে,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ الْحَوْرَاءَ يُقَالُ لَهَا الْعَيْنَاءُ

জান্নাতে এক হুর (রমনী) নাম আয়না, যখন সে চলে,

عَنْ يَمِينِهَا سَبْعُونَ أَلْفَ خَادِمٍ وَعَنْ يَسَارِهَا مِثْلُ ذٰلِكَ

তার ডান পার্শ্বে সত্তর হাজার খাদেম, বাম পার্শ্বে সত্তর হাজার খাদেম এক লক্ষ ৪০ হাজার খাদেমের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে।

أَيْنَ الْآمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজের নিষেধকারী কোথায়?

إِنِّي لِكُلِّ مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিলেন যে দুনিয়াতে সৎকর্মকে ছড়াবে এবং খারাবিকে মিটাবে। অর্থাৎ দাওয়াতের কাম করবে আমি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য একথার উদ্দেশ্য এ নয় যে, সে হুর মাঝে একজন । যত তাবলীগের কাম করনেওয়ালা তৈরী হবে আল্লাহ তায়ালা তত আয়না হুর পয়দা করবেন।

সেই যুবক বললো যখন আমি চতুর্থ নহর অতিক্রম করলাম সেই রমণীগণ বললো, আমরা আয়না হুরের খাদেমা। আমি সামনে অগ্রসর হলাম, দেখলাম সাদা মুক্তার অত্যন্ত সুন্দর খিমা (তাবু)। যাহা উজ্জল হতে লাগলো। আলোকিত, চমকানো, তার দরওয়াজায় একজন রমনী দাঁড়ানো সবুজ পোশাক পরিহিতা সে যখন আমাকে দেখল মুখ ভিতরের দিক দিয়ে বললো, আয়না তোমার সুসংবাদ তোমার স্বামী এসে গেছে, তোমার ঘরওয়ালা এসে গেছে। আমি সেই খিমার ভিতরে গেলাম, পুরা খিমা নূরে আলোকিত হয়ে গেল। খিমার ভিতরে মধ্যখানে একটা সিংহাসন রয়েছে, যেখানে কার্পেট বিচানো রয়েছে, সেই সিংহাসনের উপর আরামের চেয়ারে হেলান দিয়ে এক রমনী বসা এত সুন্দর, খুবছুরত, যাকে দেখে মানুষের কলিজা ফেটে যাবে, বরদাশত করার ক্ষমতা নেই, দেখার ক্ষমতা নেই, যখন আমি তাকে দেখলাম বললাম, আচ্ছা ইহা আয়না। তখন সে বললো,

مَرْحَبًا مَرْحَبًا قَدْ دَنَا لَكَ الْقُدُوْمُ عَلَيَّ يَا وَلِيَّ الرَّحْمٰنِ

হে আল্লাহর ওলী, তোমার আমার একত্রিত হওয়া নিকটবর্তী, তোমার আমার সাথে মিলার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। আমি তাকে দেখে সামনে অগ্রসর হয়ে তার পাশে বসলাম তাকে গলায় লাগানোর জন্য। সে আমাকে বললো مَهْلًا مَهْلًا ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর

فَإِنَّ فِيكَ رُوْحَ الْحَيٰوةِ

তুমি এখনো জিবিত।

আজ তোমার রোযা, ইফতার আমার কাছে হবে, যুবক বললো আমার চক্ষু খুলে গেল, এখন আমি আর বাড়ী ফিরে যেতে চাইনা। যদি আমরাও আয়না হুরের এক ঝলক দেখতাম তাহলে কেউ বাড়ীতে ফিরে যেতাম না। যুবক বললো আমি জান দিতে চাই। লড়াইয়ে সর্বপ্রথম এ যুবক শহীদ হলো। আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ বর্ণনা করেন, আমি দেখলাম সে যুবক হাঁসতে হাঁসতে মরতেছে। মরছে এবং হাসছে। যখন সেই জামাত

ফিরে আসলো ঐ যুবকের মা এসে জিজ্ঞাসা করলো আমার 'হাদিয়া" কি হলো? মহিলা নিজের ছেলেকে হাদিয়া বলতেছে। আল্লাহ তায়ালাকে হাদিয়া দিল ছেলেকে। ঐ সময়ের মাতাগণ এ রকম ছিল। বললো,আমার হাদিয়ার কি হলো। কবুল করা হয়েছে না ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে? অর্থাৎ শহীদ হওয়া কবুল হওয়া, বাড়ীতে চলে আসা ফিরিয়ে দেওয়া।

مَقْبُوْلَةٌ اَوْ مَرْدُوْدَةٌ

তিনি উত্তর দিলেন বরং (مقبولة) মা রাত্রে স্বপ্নে দেখেন তার ছেলে জান্নাতে তখতের উপরে বসা, আয়না তার সাথে বসা। ছেলে মাকে বললো মা, আল্লাহ তায়ালা তোমার হাদিয়াকে কবুল করেছেন। আমাকে তার ঘরওয়ালা বানিয়ে দিলেন। আমাকে আয়নার স্বামী বানিয়ে দিলেন। যে দাওয়াতের মেহনতে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) জান মাল দিবে,আল্লাহ তায়ালা তাকে এ রকম উঁচু দরজা দান করবেন।

এক রেওয়াতে আছে, এক একবার দাওয়াতের কারণে জান্নাতে হুরের সাথে বিবাহ হয়ে যায়। ঐ (জান্নাতের) হুর বলবে তোমার কি জানা আছে, তোমার সাথে আমার কখন বিবাহ হলো, সে বলবে আমি জানি না তোমার সাথে আমার কখন বিবাহ হলো। উত্তর দিবে অমুক ব্যক্তিকে যখন তুমি দাওয়াত দিলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথে আমার বিবাহ দিয়ে দিলেন।

কে আছে এই নেয়ামত হাছেল করার জন্য , আল্লাহর রাস্তায় জানমাল লাগানোর জন্য, দ্বীনের মেহনত করার জন্য।

জান্নাতের অন্যান্য নেয়ামত

ভাই ও বন্ধুগণ, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتّٰى اَدْخُلَهَا وَاِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتّٰى تَدْخُلَهَا اُمَّتِيْ ـ

সমস্ত নবীদের উপর জান্নাত হারাম যতক্ষণ জান্নাতে আমার কদম না

পড়ে এবং সকল উম্মতের উপর জান্নাত হারাম যতক্ষণ আমার উম্মত প্রবেশ না করবে। কেন? আমরা নামাজ বেশি আদায় করি, আমরা অধিক মাল খরচ করি? আমরা কি বনী ইসরাঈল থেকেও অধিক ইবাদাতকারী? বনী ইসরাঈলের এক একজন আবেদ গির্জায় প্রবেশ করতো, তিনশত বছর আর বাহিরে তাকাতো না, বাহিরে কি হচ্ছে। তবে আমাদের নামায তাদের মোক্বাবেলায় কি? এই উম্মত তাদের রবের নামকে নিয়ে ফিরনে ওয়ালা, এরা সফীর (প্রতিনিধি)। সফীর কে জানেন? তার সাথে কত ভালো ব্যবহার করা হয়। এ উম্মত সফীর, আল্লাহ্ তায়ালা ফয়সালা করে দিলেন জান্নাতের اِفْتِتَاحْ (প্রবেশ শুরু করা) আমার নবীর মাধ্যমে হবে এবং আমার নবীর উম্মতের মাধ্যমে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা ঈসা (আঃ)-কে বলেন আমি এই উম্মতকে (অর্থাৎ হুজুর (সাঃ)-এর উম্মতকে) তুবা (طوبى) দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্ তুবা কি? আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

غَرَسْتُهَا بِيَدِيْ طُوْبٰى

যাহা আমি নিজ কুদরতি হাতে লাগিয়েছি।

مِنْ ذَهَبٍ اَسْفَلُهَا اَعْلَاهَا مِنْ جَوَاهِرَ

যার নিচে স্বর্ণ, উপরে জাওহার (মুক্তা)

مُقَلَّدٌ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ

মুতি, ইয়াকুত উহাতে নটকানো

سَمْغُهَا زَنْجَبِيْلٌ وَعَسَلٌ

উহার খামির মধু ও জানজাবিল (যাহা জান্নাতের একটি নহর)

اَسَانُهَا سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ

উহার খোশা থেকে রেশমের পোশাক বের হয় পাতলা রেশমের পোশাক, মোটা রেশমের পোশাক।

وَيَخْرُجُ مِنْ اَصْلِهَا ثَلْثَةُ عُيُوْنٍ

উহার শিকড় হতে তিনটি নহর বের হয়,

اَلْمَعِيْنُ - كَأْسٌ مِّنْ مَّعِيْنٍ لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَايُنْزِفُوْنَ

(সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত ঃ ১৯)

মাঈন নহর, উহা তুমি পান করবে। প্রফুল্লতা, আনন্দ আসবে কিন্তু নিশাগ্রস্থ হবে না। মজা আসবে কিন্তু মাথা ব্যাথা আসবে না।

وَالسَّلْسَبِيْلُ - عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا

(সূরা দাহর, আয়াত ঃ ১৮)

এমন এক নহর যার নাম সালসাবীল,

يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا

(সূরা দাহর, আয়াত ঃ ১৭)

তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে যান্‌জাবীল মিশ্রিত পানি।

وَالرَّحِيْقُ - يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ - خِتَامُهُ مِسْكٌ

(সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ঃ ২৬)

ঐ রহীক্বের নহর, যার সীলমোহর হবে মেশক (মৃগনাভী), তারা পান করবে, পান করে পাত্রের নীচে দেখবে মৃগনাভী জমে আছে। ঐ পানির এক ফোটা আঙ্গুলের মাথায় নিয়ে আসমান থেকে দুনিয়ার দিকে লটকানো হলে, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন সমগ্র দুনিয়া ঐ এক ফোটা পানির দ্বারা সুগ্রান হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তায়ালা যে হুর তৈরী করেছেন,

بَنَانٌ مِنْ بَنَنِهَا بَدَأَ كَتَمَ الشَّمْسُ كَمَا كَتَمَ الشَّمْسُ ضَوْءُ النُّجُوْمِ

যদি তার একটি আঙ্গুল সূর্যের সামনে রাখা হয়, তবে সূর্যের আলো

আর নজরে আসবে না, যেমন সূর্যের আলোর কারণে তারকার আলো নজরে আসে না। যার আঙ্গুলে এরকম সৌন্দর্য তার চেহারায় কতটুকু সোন্দর্য আল্লাহ্ তায়ালা জিব্রাঈল (আঃ)- কে বললেন যাও আমার জান্নাত দেখে আস। জিব্বাঈল (আঃ) জান্নাতে গেল নূরের তাজাল্লী পড়ল। জিব্রাঈল (আঃ) সেজদায় পড়ে গেল। خَرَّسَاجِدًا ভাবলেন আমার আল্লাহ্‌র দ্বীদার (সাক্ষাত) হচ্ছে। আল্লাহ্‌র তায়ালার দ্বীদার (স্বাক্ষাতে) খুশিতে সেজদায় পড়ে আছেন, আওয়াজ আসল,

اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَا رُوْحَ الْاَمِيْنِ

(হে রুহুল আমীন (জিব্রাঈল (আঃ)-এর নাম) মাথা উঠাও। মাথা উঠিয়ে দেখলেন জান্নাতের এক হুর তার সামনে দাঁড়ানো। فَاِذَا هُوَ بِحُوْرَاءِ তাহার চেহারা নূরে ঝলমল করছে,

يَتَجَلَّلُ وَجْهُهَا نُوْرًا

চেহারার নূরের ঝলকে জিব্রাঈল (আঃ) এর মত নিকটবর্তী ফেরেশতা, যিনি সিদরাতুল মুনতাহায় থাকেন তিনিও ধোকা খেয়েছেন। হুরকে দেখে বলতে লাগলেন আল্লাহকে দেখতেছি। জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেশতারতো বিবির প্রয়োজন নেই, যার ঐ বিবি মিলবে তার অবস্থা কিরুপ হবে। তার আনন্দের কি অবস্থা হবে, ৪০ বছর পর্যন্ত কেবল দেখতেই থাকবে। কেবল একবার দেখাতেই এত বছর অতিবাহিত হবে। দেখাতে এক মজা অনুভব হবে। একবার مُعَانَقَةٌ (কাঁধে কাঁধে মিলানো) করবে ৭০ বছর অতিবাহিত হবে। জিব্রাঈল (আঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে কেন পয়দা করলেন? উত্তরে বলবে,

لِمَنْ هُوَ اٰثَرَمَرْضَاتِ اللّٰهِ عَلٰى هَوَاهُ

আমাকে আল্লাহ্ তায়ালা তার ঐ সকল বান্দাদের জন্য তৈরী করলেন, যারা তাদের খাহেশাতকে আল্লাহ তায়ালার হুকুমের জন্য ক্বোরবান করে দেয়। দোকানকে দেখেনা, খাহেশাতকে (মনের ইচ্ছাকে) দেখেনা, বিবি

বাচ্ছাদের প্রয়োজনকে দেখেনা, আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমকে দেখে, হুজুর (সাঃ)-এর তরীক্বাকে দেখে। ঈসা (আঃ) বললেন হে আল্লাহ্ ঐ পানি (অর্থাৎ পূর্বে যে ৩ নহরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা) কতই না উত্তম এবং ঐ গাছ কত উন্নত اَسْقِنِىْ مِنْ مَّاءِهَا -আমাকে পান করান। আল্লাহ্ তায়ালা ফরমাইলেন হে নবী আমার কথা শুন।

حَرَامٌ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ حَتّٰى يَشْرَبَ مِنْهَا اَحْمَدُ

সকল নবীদের উপর এই পানি হারাম যতক্ষন পর্যন্ত আমার নবী আহমদ (সাঃ) পান না করেনদ وَحَرَامٌ عَلٰى اُمَمٍ -এবং এ পানি আমার নবীর উম্মত পান করার পূর্ব পর্যন্ত সকল উম্মতের উপর হারাম। হে ভাইগণ আমরা যেন আমাদের মূল্যকে বুঝি।

হে মুসলমান যুবক ভাইগণ আমরাতো আমাদের জাওয়ানীকে আনন্দে কাটানোর জন্য আসিনি। হে বৃদ্ধ মুসলমান ভাই, আমার বৃদ্ধ অভিজ্ঞতাতো দুনিয়ার জন্য নয় বরং আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য। হে যুবক ভাই তোমার জাওয়ানী আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমকে জিন্দা করার জন্য। জান্নাতে যে চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়াবে উহাও স্বর্ণের হবে

وَاَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ

স্বর্ণ রূপার বর্তনে খানা খাবে, اٰنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ পানি পান করতে করতে যখন বিরক্তি আসবে শরাব পান করবে। শরাব পান করতে করতে যখন বিরক্তি আসবে দুধ পান করবে, দুধ পান করতে করতে যখন বিরক্তি আসবে মুধ পান করবে, মধু পান করতে করতে যখন বিরক্তি আসবে (مَعِيْن) পান করবে, অতঃপর (رَحِيْق) পান করবে, অতপর (سَلْسَبِيْل) পান করবে, অতঃপর (كَافُوْر) পান করবে, অতঃপর (زَنْجَبِيْل) পান করবে। দুনিয়াতে গান শুনা নিষেধ, কিন্তু জান্নাতে আল্লাহ্ তায়ালা আপন বান্দাদেরকে হুরদের গান শুনাবেন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন।

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ
يَرْفَعْنَ بِاَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا

জান্নাতে হুরে ঈনদের এমন একটি স্থান রয়েছে যেখানে তারা গান শুনাবে, যে গান কখনো কোন মাখলূক শুনেনি।

জান্নাতের হুরগণ বলবে,

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَانَمُوْتُ اَبَدًا

আমরা চিরজীবী, আমরা ধ্বংস হবো না,

وَنَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلَا نَرْحَلُ اَبَدًا

আমরা চির অবস্থান কারী, কখনো পৃথক হব না,

وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْاَسُ اَبَدًا

আমরা চির প্রফুল্ল, কখনো বিষন্ন হবো না,

وَنَحْنُ الطَّاهِرَاتُ فَلَا نَتْقُلُ اَبَدًا

আমরা পবিত্র, কখনো অপবিত্র হবো না,

وَنَحْنُ الْبَقِيَّاتُ فَلَا نَغْدُرُ اَبَدًا

আমরা টিকে থাকবো, কখনো প্রতারণা করবো না,

وَنَحْنُ الْكَاسِيَاتُ فَلَا نَعْرٰى اَبَدًا

আমরা বস্ত্র পরিহিতা, কখনো উলঙ্গ হবো না,

وَنَحْنُ الْكَامِلَاتُ فَلَا نَتَغَيَّرُ اَبَدًا

আমরা পরিপূর্ণ,কখনো পরিবর্তিত হবো না,

وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ اَبَدًا

আমরা চির সন্তুষ্ট, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।

জান্নাতে হুরে মাযীদ

হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন, একজন জান্নাতী জান্নাতে সত্তরটি তাকিয়ার উপর হেলান দিয়ে বসবে। অতঃপর একজন জান্নাতী (হুর) এসে তাঁর কাঁধে টোকা দিবে। (সে জান্নাতী ব্যক্তি যখন) তার দিকে তাকাবে, (অর্থাৎ হুরের দিকে) নীজ চেহারাকে হুরের মুখমণ্ডলে আয়নার চেয়েও সচ্ছভাবে দেখতে পাবে। সেই হুরের শরীরের সবচেয়ে মামুলী মুক্তাটির আলো পূর্ব-পশ্চিম ও তার মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত করে দিবে। অতঃপর তাকে সালাম করবে, জান্নাতী সালামের উপর দিবে এবং জিজ্ঞাসা করবে তুমি কে? তখন সে বলবে, আমি অতিরিক্তের অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে ৭০টি কাপড় পরিধান করানো হবে, অথচ এসব আবরণ ভেদ করে ভিতরের সবকছিু দেখা যাবে। এমনকি পাঁয়ের নলার ভিতরের মগজও দৃশ্যমান হবে। তাঁর মাথায় একটি মুকুট থাকবে, যার মামুলীতম মুক্তাটির উজ্জ্বলতা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত করে ফেলবে।

ভাই দোস্ত, চিন্তা করার বিষয়, অতিরিক্ত নেয়ামত যদি এত সুন্ধর হয় তবে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের আমলের বিনিময়ে যা দিবেন তা আরো কত উন্নত হবে।

আমরা আমাদের আঙ্গিনার গাছকে সাদা, লাল এবং অন্যান্য রং দিয়ে সাজিয়ে দেই। আল্লাহ্ তায়ালাও জান্নাতের গাছকে সাজালেন। কি দিয়ে সাজালেন? রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন,

مَا فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ اِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ

জান্নাতের প্রতিটি গাছের কাণ্ড স্বর্ণের হবে, আল্লাহ্ তায়ালা সাজালেন স্বর্ণ দিয়ে।

আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন।

يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ

হে জান্নাতীগণ

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

(সূরা দাহর, আয়াত ঃ ১/২)

মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখ যোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে এজন্যে যে তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন।

তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করলেন?

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

(সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ৫৪)

তোমাদের রব ঐ আল্লাহ্ তায়ালা যিনি ৬ দিনে আসমানে যমীন সৃষ্টি করলেন।

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

অতঃপর আরশের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا

রাত্র দিনের নেজাম চালান।

পরিয়ে দেয় রাতের উপর দিনকে এমন অবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে।

اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ

চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র তার আদেশের অনুগামী।

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা তারই কাজ।

আল্লাহ্ তায়ালা বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

কে ফেরেশতাদের সৃষ্টি করলেন?

جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِىٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

(সূরা ফাতির, আয়াত ঃ১)

ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক। তারা দুই দুই, তিন তিন, চার চার, পাখা বিশিষ্ট।

يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ

সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন।

ভাই, দোস্ত! তিনি এক একজন ফেরেশতাকে অনেক বড় বড় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন।

اُذِنَ لِىْ اَنْ اُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَّلٰٓئِكَةِ اللّٰهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ
اَنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ اِلٰى عَاتِقَيْهِ مَسِيْرَةُ سَبْعِ مِاَةِ عَامٍ

আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালার আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন ফেরেশতার অবস্থা বর্ণনা করার, নিশ্চয় সেই ফেরেশতার কানের লতি ও গর্দানের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো সাতশত বছরের পথ। আমরা সাড়ে তিন হাত লম্বা আকৃতির মানুষ, আমাদের কান থেকে গর্দান পর্যন্ত ছয় থেকে সাত আঙ্গুলের ব্যবধান, ঐ ফেরেশতার এ ব্যবধান যদি ৭ শত বছরের পথ হয় তবে সে আকৃতিতে কত বড় হবে। তাকে সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ তায়ালা কত বড়।

আমাদের কিরূপ আকৃতি দিলেন?

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ৬)

তিনি মাতৃগর্ভে যেমন ইচ্ছা তেমন আকৃতি দান করেন।

আবার কাউকে বানালেন পুরুষ, কাউকে নারী,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى

(সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ১৩)

আবার তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন কেউ শেখ, কেউ পাঠান, কেউ চৌধুরী, কেউ পাকিস্তানি, কেউ ইয়ামেনী, কেউ আরবী, কেউ আজমী।

وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ

আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি একক, তিনি ব্যতিত কোন ইলাহ্ নেই।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৮)

আল্লাহ্ তায়ালা সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই,

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

(সূরা তাওবাহ্, আয়াত ঃ ১২৯)

যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে তবে বলে দাও আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতিত আর কারো বন্দেগি নেই।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (সূরা মুযাম্মিল, আয়াত ঃ ৯)

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সূরা ইখলাস, আয়াত ঃ ১)

বলুন তিনি এক

الٓمّٓ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১/২)

আলিফ-লাম-মীম, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত ঃ ২৫৫)

আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতিত কোন মাবুদ নেই।

وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَاۤاِلٰهَ اِلَّاهُوَ (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত ঃ ১৬৩)

তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য তিনি ব্যতিত কোন ইলাহ্ নেই।

رَبُّ الْمُشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (সূরা আর-রাহমান, আয়াত ঃ ১৭)

দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক

رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَرَبِّ الرِّيَاحِ وَرَبِّ الشَّيَاطِيْنَ وَالْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সাত আছমানের রব, সাত জমীনের রব,

বাতাশের রব, শয়তানদের রব, আরশে আজীমের রব।

সকল শক্তির মালিক কে?

اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا (সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ঃ ১৬৫)

সকল শক্তির মালিক আল্লাহ্ তায়ালা।

আসমান যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে এগুলো কার জন্য

তাসবীহ্ পাঠ করে?

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ

(সূরা বনী-ইস্রাঈল, আয়াত ঃ ৪৪)

আমাদের শরীরে যে জামা-কাপড়, আমাদের বাড়ী-ঘর, প্রাণ আছে, জীব-নির্জীব সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠে রত। কিন্তু আমরা বুঝিনা শুনিনা।

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

(সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত ঃ ৪৪)

যাকে ইচ্ছা কে হিদায়াত দান করেন, যাকে ইচ্ছাকে গোমরাহ করেন?

يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ

আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন, যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন।

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ৭৩)

যাকে ইচ্ছা বিশেষ রহমত দান করেন।

يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১২৯)

তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে চান তাকে আযাব দেন।

وَيُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১৩)

আল্লাহ্ তায়ালা যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

(সূরা কাছাছ, আয়াতঃ ৬৮)

আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (সূরা বুরূজ, আয়াতঃ ১৬)

যা ইচ্ছা তাই করেন কে?

আসমান, জমীন এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে এগুলোর মালিক কে?

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

(সূরা বাক্বারাহ, আয়াতঃ ২৮৪)

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ -

(সূরা ইউনুস, আয়াতঃ ৬৬)

শুন! আসমান সমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى -

(সূরা ত্ব-হা আয়াতঃ ৬)

আসমান ও জমীনে এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তারই। তার ছেলে মেয়ে বা বিবি আছে কি?

(সূরা বানী ইস্রাঈল, আয়াতঃ ১১১) لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا

ছেলে বা স্ত্রী রাখেননি,

তার রাজত্বে কেউ অংশিদার আছে কি?

لَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ -

তার রাজত্বে কোন শরীক নেই, যিনি দুর্দশাগ্রস্থ হন না।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ

(সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা, আয়াত ঃ ৫)

তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন।

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

(সূরা আন-নমল আয়াতঃ ৬০)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি প্রশ্ন করেন বল- তো কে

সৃষ্টি করেছেন নভো মন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছেন পানি।

অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি।

ভাই দোস্ত মানুষ হাজার চেষ্টা করেও গাছ বানাতে পারবে না।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করছেন, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি?

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ

তারা সত্য বিচ্যুত সম্প্রদায়।

আল্লাহ্ তায়ালা পূণরায় প্রশ্ন করছেন,

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا -

(সূরা আন-নমল, আয়াত ঃ ৬১)

বলো তো কে জমীনকে স্থির করলেন এবং তার মাঝে নদ নদী প্রবাহিত করলেন,

وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ

উহাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত।

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا - ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ

দুই নদীর মাঝে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়।

আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি?

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ

(সূরা আন-নমল, আয়াতঃ ৬২)

বল তো! কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেয় এবং কষ্ট দূরীভূত করেন যখন সে ডাকে।

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا

(সূরা আন-নমল, আয়াতঃ ৬৩)

বল তো কে জলস্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং তিনি তার অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন।

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ءَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(সূরা আন-নমল, আয়াতঃ ৬৪)

বল তো! কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনঃরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে রিযিক দান করেন? সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপস্য আছে কি? বলুন! তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবেই তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।

(সূরা মারইয়াম, আয়াতঃ ৬৫) هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

তার সমান আছে কেউ?

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ তিনি মহান আল্লাহ, একক ঐ সত্ত্বা যে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই। (১) الرَّحْمَٰنُ –তিনি দয়াময় (২) الرَّحِيمُ – তিনি অত্যন্ত দয়ালু (৩) الْمَلِكُ – তিনি বাদশাহ (৪) الْقُدُّوسُ – তিনি পবিত্র, সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক (৫) السَّلَامُ – তিনি শান্তিময়, তিনিই একমাত্র শান্তিদাতা (৬) الْمُؤْمِنُ –তিনিই একমাত্র বিপদ দূরকারী, মুক্তিদাতা (৭) الْمُهَيْمِنُ – তিনিই (সকলের ও সবকিছুর) একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী (৮) الْعَزِيزُ – তিনি একমাত্র সর্বশক্তিমান, সকলের উপর জয়লাভকারী (৯) الْجَبَّارُ – তিনি একমাত্র সর্বশক্তিমান, সকলের উপর তাঁর

সর্বপ্রকার ক্ষমতা আছে (১০) الْمُتَكَبِّرُ – তিনিই একমাত্র সর্বাপেক্ষা বড় ও মহান (১১) الْخَالِقُ – তিনিই একমাত্র সর্বোপরি যাবতীয় জড় পদার্থের সৃষ্টিকর্তা (১২) الْبَارِئُ – তিনিই একমাত্র যাবতীয় আত্মার সৃষ্টিকর্তা (১৩) الْمُصَوِّرُ – তিনিই একমাত্র যাবতীয় আকৃতি ও প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা (১৪) الْغَفَّارُ – তিনি ক্ষমাশীল, তিনিই অসীম ক্ষমাকারী (১৫) الْقَهَّارُ – তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান, সকলের উপর তাঁহার ক্ষমতা চলে (১৬) الْوَهَّابُ – তিনিই দাতা, অসীম তাঁর দান (১৭) الرَّزَّاقُ – তিনিই একমাত্র সকলের রুজী ও আহার দাতা (১৮) الْفَتَّاحُ – তিনিই একমাত্র জয়দাতা (১৯) الْعَلِيمُ – তিনিই সর্বজ্ঞ (২০) الْقَابِضُ –তিনিই একমাত্র আয়ত্তকারী (২১) الْبَاسِطُ –তিনিই একমাত্র প্রশস্তকারী (২২) الْخَافِضُ – তিনিই একমাত্র অবনতকারী। (২৩) الرَّافِعُ – তিনিই একমাত্র উন্নতি দানকারী (২৪) الْمُعِزُّ – তিনিই সম্মান দানকারী (২৫) الْمُذِلُّ – তিনিই অপমান দানকারী (২৬) السَّمِيعُ – তিনিই সর্বশ্রোতা (২৭) الْبَصِيرُ – তিনিই সর্বদর্শী (২৮) الْحَكَمُ – তিনিই একমাত্র বিচার ও বিধানকারী (২৯) الْعَدْلُ – তিনিই ন্যায় বিচারকারী (৩০) اللَّطِيفُ – তিনি সূক্ষ্ম দয়ালু, তদবীরকারী (৩১) الْخَبِيرُ – তিনিই সবকিছু জানেন (৩২) الْحَلِيمُ – তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশালী (৩৩) الْعَظِيمُ – তিনিই অতি মহান, তিনিই বিশাল (৩৪) الْغَفُورُ – তিনিই ক্ষমাশীল (৩৫) الشَّكُورُ –তিনিই সমাদরকারী, প্রতিদান প্রদানকারী (৩৬) الْعَلِيُّ – তিনিই অতি মহান, সকলের বড়। (৩৭) الْكَبِيرُ – তিনি অতি বড় (৩৮) الْحَفِيظُ – তিনি রক্ষাকারী (৩৯) الْمُقِيتُ – তিনি একাই সকলকে আহার ও অন্নদানকারী (৪০) الْحَسِيبُ – তিনি হিসাব রক্ষাকারী এবং হিসাব গ্রহণকারী (৪১) الْجَلِيلُ –তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশীল (৪২) الْكَرِيمُ –

তিনি অত্যন্ত সম্মানী এবং অত্যন্ত দানশীল (৪৩) اَلرَّقِيْبُ – তিনি সকলের নিরীক্ষণকারী (৪৪) اَلْمُجِيْبُ – তিনি সকলের দরখাস্ত এবং প্রার্থনা কবুলকারী (৪৫) اَلْوَاسِعُ – তিনি অসীম, অপরিসীম তাঁর দানের এবং জ্ঞানের ভান্ডার (৪৬) اَلْحَكِيْمُ – তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার সব কাজই মঙ্গলপূর্ণ (৪৭) اَلْوَدُوْدُ – তিনি অত্যন্ত স্নেহময় এবং প্রেমদানকারী (৪৮) اَلْمَجِيْدُ – তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশীল (৪৯) اَلْبَاعِثُ – তিনি সকলকে হিসাব – নিকাশের জন্য পুনরায় জীবিতকারী (৫০) اَلشَّهِيْدُ – সর্বদা উপস্থিত (৫১) اَلْحَقُّ –তিনি সত্য (৫২) اَلْوَكِيْلُ – তিনি সকলের সব কাজের সমাধানকারী (৫৩) اَلْقَوِيُّ–তিনি শক্তিশালী (৫৪) اَلْمَتِيْنُ – তিনি অত্যন্ত মজবুত (৫৫) اَلْوَلِيُّ – তিনি প্রকৃত বন্ধু এবং তত্ত্বধানকারী (৫৬) اَلْحَمِيْدُ –তিনিই একমাত্র সর্বোতভাবে প্রশংসিত (৫৭) اَلْمُحْصِى – তিনি সকলের সব কিছুর গণনা রক্ষাকারী (৫৮) اَلْمُبْدِئُ –তিনিই আদি সৃষ্টিকারী (৫৯) اَلْمُعِيْدُ – তিনিই পুনরায় সৃষ্টিকারী (৬০) اَلْمُحْيِى তিনি জীবন দানকারী (৬১) اَلْمُمِيْتُ – তিনিই মৃত্যু দানকারী (৬২) اَلْحَىُّ – তিনিই অনাদি ও অনন্ত; চির জীবন্ত (৬৩) اَلْقَيُّوْمُ – প্রত্যেকটি অস্তিত্ববান বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষাকারী (৬৪) اَلْوَاجِدُ – তিনি ধনী, তাঁহার ভান্ডারে সবকিছু আছে (৬৫) اَلْمَاجِدُ – তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশালী (৬৬) اَلْوَاحِدُ – তিনি এক অদ্বিতীয় (৬৭) اَلْاَحَدُ – তিনি একক অদ্বিতীয় (৬৮) اَلصَّمَدُ – তাঁহার কোন অভাব নেই, তিনি সকলের সকল অভাব পূরণকারী (৬৯) اَلْقَادِرُ – তিনি সর্বশক্তিমান (৭০) اَلْمُقْتَدِرُ – তিনি সর্বময় ক্ষমতাবান (৭১) اَلْمُقَدِّمُ – তিনি উন্নতিদাতা, তিনিই পূর্বের হিসাব গ্রহণ কারী (৭২) اَلْمُؤَخِّرُ – তিনি অবনতি দাতা, তিনিই পরবর্তীকালের হিসাব গ্রহণকারী (৭৩) اَلْاَوَّلُ – তিনিই আদি (৭৪) اَلْاٰخِرُ –

তিনি অনন্ত (৭৫) اَلظَّاهِرُ – তিনিই প্রকাশ্য (৭৬) اَلْبَاطِنُ – তিনিই গুপ্ত (৭৭) اَلْوَالِى – তিনিই মালিক, তিনিই কর্তা (৭৮) اَلْمُتَعَالِى – তিনি উচ্চ হতে উচ্চ। তিনি বড় হতে বড় (৭৯) اَلْبَرُّ – তিনি পরম উপকারী (৮০) اَلتَّوَّابُ – তিনিই কৃপাদৃষ্টিকারী এবং তওবা গ্রহণকারী (৮১) اَلْمُنْتَقِمُ – তিনি অপরাধীর শাস্তি বিধানকারী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী (৮২) اَلْعَفُوُّ – তিনিই ক্ষমাকারী (৮৩) اَلرَّؤُفُ – তিনিই স্নেহময় (৮৪) مَالِكُ الْمُلْكِ – তিনিই সমস্ত পৃথিবীর মালিক (৮৫) ذُوْ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ – তিনি নিজে সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী এবং অন্যকে সম্মান ও প্রতিপত্তি দানকারী (৮৬) اَلْمُقْسِطُ – তিনি ন্যায় বিচারকারী (৮৭) اَلْجَامِعُ – তিনি সকলকে একত্রিতকরণকারী (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকলকে একত্রিত করবেন (৮৮) اَلْغَنِىُّ – তিনি ধনী, তিনি অভাবহীন (৮৯) اَلْمُغْنِىُ – তিনি ধন দানকারী (৯০) اَلْمَانِعُ – তিনিই নির্ধনকারী (৯১) اَلضَّارُّ – তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত করার মালিক (৯২) اَلنَّافِعُ – তিনিই লাভবান করার মালিক (৯৩) اَلنُّوْرُ – তিনি আলো, যাবতীয় আলোর অধিকারী (৯৪) اَلْهَادِىُ – তিনিই হিদায়াত দানকারী (৯৫) اَلْبَدِيْعُ – তিনি বিনা নুমনাতে সৃষ্টিকারী (৯৬) اَلْبَاقِى – তিনি স্থিতিশীল (৯৭) اَلْوَارِثُ – তিনিই সকলের উত্তরাধিকারী (৯৮) اَلرَّشِيْدُ - সরল পথ প্রদর্শণকারী (৯৯) اَلصَّبُوْرُ – তিনিই সহনশীল এবং ধৈর্যধারণকারী।

এই ৯৯টি নাম ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরো অনেক সিফাতী (গুণবাচক) নাম আছে। যেমন اَلْحَنَّانُ তিনি স্নেহময়, মেহেরবান اَلْمَنَّانُ তিনি পরম উপকারী। اَلْمُغِيْثُ তিনি বিপদে সাহায্যকারী। اَلْقَرِيْبُ তিনি নিকটবর্তী اَلْمَوْلٰى তিনিই সকলের প্রভু। اَلنَّصِيْرُ – তিনিই সাহায্যকারী। اَلصَّادِقُ– তিনিই সত্যবাদী। اَلْجَمِيْلُ -তিনি সুন্দর, তিনি ভাল

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী মুখস্ত করে আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্বাস ও ভক্তি করা এবং সেই গুণাবলীর প্রতিবিম্ব নিজের ভিতরে গ্রহণ করা।

আসমাউল হুস্না বা আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নাম পড়ার পর দু'আ করলে সে দোয়া কবুল হয়।

لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا (সূরা ইব্রাহীম, আয়াতঃ ৪২)

আল্লাহ্ তায়ালা গাফেল নয়।

আমরা আসমানের দিকে তাকালে আর যমীন দেখিনা, যমীন থেকে গাফেল হই। আল্লাহ্ তায়ালা ঐ সত্তা যিনি আসমান দেখে, যমীন থেকে গাফেল হন না। জীন দেখে ইনসান থেকে গাফেল নয়। জিব্রাঈলকে দেখে মিকাঈল থেকে গাফেল নয়। সাঁপ দেখে বিচ্ছু থেকে গাফেল নয়। বালুকনা দেখে পাহাড় থেকে গাফেল নয়।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ (সূরা ফাতির, আয়াতঃ ৪২)

اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاءِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ۔

(সূরা লুকমান, আয়াতঃ ১৬)

কোন বস্তু যদি সরিষার দানার পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে পাথরের ভিতর অথবা আকাশে অথবা যমীনে তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ (সূরা যুমার, আয়াতঃ ৩৬)

আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করলে, আল্লাহই যথেষ্ট

আল্লাহ্ তায়ালা কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ (সূরা বাকারাহ্, আয়াতঃ ১৩৭)

كَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا (সূরা নিছা, আয়াতঃ ৪৫)

كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا (সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৩৯)

كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا (সূরা ফাতাহ্, আয়াতঃ ২৮)

আল্লাহ্ তায়ালা ঐ সত্তা যিনি,

خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ (সূরা ইউসুফ, আয়াতঃ ৮০)

উত্তম বিচারক

اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ (সূরা হুদ, আয়াতঃ ৪৫)

خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ (সূরা আল ইমরান, আয়াত ঃ ১৫০)

তিনি উত্তম সাহায্যকারী

خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ (সূরা জুমআ, আয়াতঃ ১১)

তিনি উত্তম রিযিক দাতা

ভাই ও বন্ধুগণ, আল্লাহ্ তায়ালা এ নবীকে যেরূপ সম্মান দিলেন, তেমনি তার উম্মতকেও অনেক সম্মানিত করলেন। এ উম্মতকে আযান দেয়া হয়েছে, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি, মুয়াজ্জিনগণ হবেন,

اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا

উঁচু গর্দান বিশিষ্ট।

কারো বিবাহ আকাশে হয়নি, কিন্তু সাক্ষী-উকীল ব্যতিত হযরত জয়নব (রাঃ) বিবাহ আকাশে হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

زَوَّجْنٰكَهَا

ইবাদাতকারীনি আল্লাহ্ তায়ালার অনেক বান্দি ছিল, কিন্তু তারা জান্নাতের সরদারনী হবে না, হুজুর (সাঃ) এর আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) জান্নাতের সরদারনী হবেন।

فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

পূর্বে অনেক জাওয়ান ছিল, যাদের জাওয়ানী আল্লাহ্‌র রাস্তায় কোরবান হয়ে গেছে। কিন্তু যুবকদের সরদার কারা হবেন। হযরত হাসান হুসাইন (রাঃ)

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

কিয়ামতের দিন এ উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি বরের ন্যায় উঠবে। চেহারা ও হাত পা আলোকিত থাকবে। অন্যান্য নবীর উম্মতগণ তাদের দেখে পথ ছেড়ে দিয়ে পিছনে সরে যাবে। রাসূল (সাঃ) সকলের আগে এ উম্মত পিছনে, উম্মত এক উঁচু স্থানে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন অন্যান্য উম্মতগণ আকাংখা করবে, হায়! যদি আমি এ উম্মতের অর্ন্তগত হতাম।

ভাই,বন্ধুগণ আমরাতো দুনিয়ার মোহে পড়ে আমাদের মূল্যকে বুঝিনা। দুনিয়ার জিন্দেগি ত খেল তামাশা, ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -

বাদশাহ্ হারুনুর রশীদ পানি পান করছে, পাশে মুহাম্মদ বিন সাম্মাক বসা ছিল। বাদশাহ বললো আমাকে নসীহত করুন। বললো পানি পাচ্ছেন না, মৃত্যু এসে গেল, কি করবেন? বললেন রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে হলেও পানি নিব। বললেন পান করুন। পান করার পরে বলেন যদি পানি পেটে আটকে যায়, পেট থেকে বের না হয়,মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে যান, আর কেউ বলে- আমি পানি চালু করতে পারব তাকে কি দিবেন? বলেন রাজ্যের বাকি অংশ দিব। মুহাম্মদ ইবনে সাম্মাক বলেন, আমিরুল মুমিনীন!

اِنَّ مُلْكًا قِيْمَةُ نِصْفِهِ شُرْبَةٌ
وَقِيْمَةُ نِصْفِ الْاٰخِرِ بَوْلَةٌ

আপনার রাজত্বের অর্ধেকের মূল্য পান করা।

অপর অর্ধেকের মূল্য পানি চালু করা।

মানব জাতিকে অযথাই সৃষ্টি করা হয়নি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে অযথা সৃষ্টি করেননি। উদ্দেশ্যহীনভাবে পয়দা করেননি।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

(সূরা মু'মিনূন, আয়াত : ১১৫)

তোমাদের কি ধারণা! আমি কি তোমাদেরকে অযথাই সৃষ্টি করেছি? তোমরা কি আমার নিকট ফিরে আসবে না? আল্লাহ তা'য়ালা সকল ব্যবস্থাপনা আমাকে আপনাকে কেন্দ্র করেই সাজিয়েছেন। মুখের বলা, চোখের দেখা ও মনের অনুভূতি সবই আল্লাহর তত্ত্বাবধানের অধিন।

اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ - كِرَامًا كَاتِبِيْنَ

(সুরা ইনফিত্বার, আয়াত : ১০-১১)

জাগ্রত থাকি বা নিদ্রিত থাকি, কর্মে ব্যস্ত থাকি বা নির্জন-নিরালায় থাকি, সর্বদাই ডানে ও বামে দু'জন পাহারাদার বসে আছে। যাদের খাওয়ার প্রয়োজন হয় না, যাদের ঘুমের প্রয়োজন হয় না, যাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না, যারা সর্বক্ষণ আমাদের প্রত্যেক কাজের উপর কড়া পাহারাদারী করছে

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

(সূরা ক্বাফ ; আয়াত : ১৮)- যা বলে তাই লিখে নেয়।

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

(সূরা বণী ইস্রাইল, আয়াত : ৩৬)

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের ঘোষণা আমার নিকট আসবে তো সোজা হয়ে এসো। তোমাদের চক্ষুদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করবো কি কি দেখেছে? তোমাদের কর্ণকে জিজ্ঞাসা করবো কি কি শুনেছে? তোমাদের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করবো কি কি ভেবেছে? সে দিন তোমাদের নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার নির্দেশে কথা বলবে, এক এক করে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গই কথা বলবে। যার বিরুদ্ধে তার অঙ্গঁ-প্রত্যঙ্গঁ স্বাক্ষী দিবে, সে ব্যক্তি বলবে

তোমাদের সকলের কি হল যে তোমরা সকলেই আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিচ্ছ? অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো উত্তরে বলবে,

أَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

(সূরা সাজ্বদাহ্, আয়াত : ২১)

আমরা কি করবো, আমাদেরকে তো তিনিই বলাচ্ছেন, যিনি সকলকে কথা বলার শক্তিদান করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সে ব্যক্তি আরো বলবে, سقلكن তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমাদের কারণেই তো আমি আল্লাহর নাফরমানী করতাম অথচ তোমরা আজ আমার বিরুদ্ধে বলছো!

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

(সূরা ইয়া-সীন, আয়াত : ৬৫)

আজ তোমাদের যবান বন্ধ করে দিব, আজ তোমাদের হাত-পা তোমাদের কৃতকর্মের স্পষ্ট প্রমাণ বলে দিবে। বর্তমানে বিশ্ব ব্যাপী প্রায় সকল নারী-পুরুষ এমনভাবে জীবন যাপন করছে যেন নাকি তাদের পাহারা দেয়ার মত কোন পাহারাদার নেই, যে তাদেরকে সর্বক্ষণ দেখছে, যে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা তার চলা-ফেরা, কাজ-কর্মের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে, যে জীবনের সকল কৃতকর্মকে পেশ করে দিবে। এ ধারণার সাথে আমাদের জীবন গুজরান হচ্ছে না।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

(সূরা রূম ; আয়াত : ৭)

আমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ঝামেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আর আখেরাতের ব্যাপারে একেবারেই গাফেল, অনাগত ঘাটিগুলের ব্যাপারে একেবারে উদাসিন। অনাগত আযাবের ব্যাপারে চরম বেপরওয়া। ভবিষ্যতের রহমতের ব্যাপারে চরম উদাসিন।

সমগ্র জগতের লালন-পালন কর্তা আল্লাহ্ চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নবমণ্ডল -ভূমণ্ডল, সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন মানব জাতির জন্য, আর মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাতের জন্য

يَا ابْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - يَا ابْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُ الْاَشْيَاءَ وَخَلَقْتُكَ لِاَجْلِىْ فَلَا تَشْتَغِلْ بِمَا هُوَ لَكَ

হে আমার বান্দা! সব কিছু তোমার জন্যই সৃষ্টি করেছি, আর তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। তোমার জন্য যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে, তোমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা ভুলে যেওনা।

তাহলে বুঝা গেল দুনিয়া আমাদের জন্য, আমরা আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, দুনিয়া তোমার খেদমত করছে বিধায় তুমি আমাকে ভুলে যেওনা, আমার নাফরমানী শুরু করে দিওনা। সবতো তোমরই খেদমতগার, আর তুমি নাফরমানী করলেও তোমার খেদমতেই সকলে ব্যস্ত থাকবে। সূর্য উঠবে, কিরণ ছড়াবে, ভাল লোকও আলো পাবে, মন্দ লোকও পাবে। ন্যায় পরায়ণও উপকৃত হবে, অত্যাচারিও উপকৃত হবে। দুনিয়াতে নেককার গুণাহগার সকলেই সমভাবে চাঁদের কিরণ পাবে। এ দুনিয়ার সকল ব্যবস্থাপনাই সবার জন্য সমানভাবে চলছে, চলবে। তবে এমন হওয়াটা আল্লাহর নম্রতা, দুর্বলতা নয়। স্বীয় বান্দার প্রতি মমতা, উদাসিনতা নয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বিন্দু থেকে সিন্ধু সব খবরই জানেন।

ইলমুল্লাহ বা আল্লাহর জ্ঞান

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

(সূরা মুলক, আয়াত : ১৩)

তোমরা আস্তে বল, জোরে বল, আমি তোমাদের অন্তরের কথাও জানি। কোথায় পালাবে? কোথায় লুকাবে?

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

(সূরা সাবা, আয়াত : ২)

মাটির নীচে লুকায়িত বস্তুর ব্যাপারে তিনি জানেন, আর জমিন থেকে যা কিছু বের হয় তাও তিনি জানেন,

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا

আকাশ থেকে যা কিছু অবতরণ করে তাও তিনি জানেন, আসমানের উপর যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন–

يَعْلَمُ عَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ দুনিয়াতে কতগুলো গাছ আছে-কেউ জানেনা, কিন্তু আল্লাহ, দুনিয়াতে কতগুলো গাছ আছে শুধু তাই জানেন এমনটা নয় বরং সে গাছগুলোতে কতটা পাতা আছে তাও তিনি জানেন। শুধু কি তাই? কতটা পাতা ঝরে পড়বে তাও তিনি জানেন,

مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا

(সূরা আন 'আম, আয়াত : ৫৭)

এমনিভাবে কতগুলো ঝরে পড়েছে তাও তিনি জানেন। কতটি পাতা হলুদ হল, কতটা পাতা সবুজ আছে সবই তিনি জানেন। আমরা কেউ আমাদের বাড়ীর আশেপাশের গাছগুলো থেকে ঝরে পড়া পাতাগুলো গুণে শেষ করতে পারবো না অথচ এ পৃথিবীর বুকে হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ বহু বনভূমি আছে। এ ছাড়াও কোথাও সমুদ্রের কূলে, কোথাও পাহাড়ের ডালে, কোথাও পাহাড়ের চূড়ায়, কোথাও সমতল ভূমিতে, কোথাও মাঠে বা জঙ্গলে কতগাছ আছে তা তিনি জানেন, গাছগুলোতে কতটা পাতা আছে তা জানেন, কি পরিমাণ পাতা পতনশীল, কি পরিমাণ পাতা পতিত আছে তা জানেন, কয়টি পাতা সবুজ, কয়টি হলুদ, কয়টি কালচে বর্ণের কয়টি সতেজ, কয়টি শুষ্ক সবই তিনি জানেন। কয়টি গাছে কয়টা ফুল আছে, কতটা ফুলে কয়টা পাপড়ি আছে, কয়টি ফুল থেকে ফল হবে, কয়টা ঝরে পড়ে যাবে,কয়টা ফল পাকবে, কয়টা ফল কাঁচা ঝরে পড়বে, কয়টা ফল পাখি খাবে, কয়টা অন্যান্য জীব-জন্তু খাবে, কয়টা ফল মানুষে খাবে সবই আল্লাহ তা'য়ালা জানেন। আবার সে ফল কোন মিনিটে ক্রয়-বিক্রয় হবে, কে বিক্রি করবে, কে ক্রয় করবে, কে খাবে এ ব্যাপারেও আল্লাহ তা'য়ালা জানেন। কোন কোন ফলে বিচি হবে, কোন কোন বিচিতে গাছ হবে, কোন কোন গাছে কতটি করে ফল হবে, কতটি করে ফুল হবে, সব ব্যাপারেই আল্লাহ তা'য়ালা জানেন। আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞান এত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ যে,

وَيَعْلَمُ عَدَدَ مَثَاقِيلِ الْجِبَالِ

পাহাড়গুলোর ওজন কতটুকু তাও জানেন। পাহাড়ের গর্ভে লুকায়িত খনিজ সম্পদগুলোর ব্যাপারেও তিনি জানেন। কোথায় স্বর্ণ আছে, কোথায় লোহা

আছে, কোথায় কয়লা আছে, কোথায় হীরা আছে, কোথায় জমরজদ পাথর আছে সব তিনি জানেন। এমনিভাবে مَثَاقِيلَ الْبِحَارِ সমুদ্রের পরিমাপ জানা আছে তার। তিনি জানেন সমুদ্রে কি পরিমাণ পানি আছে, কি পরিমাণ মাছ আছে, কি পরিমাণ ছোট মাছ আছে, কি পরিমাণ বড় মাছ আছে, কোন মাছকে কখন শিকার করা হবে, কোন মাছ কোন বাজারে বিক্রি হবে, কোন মাছ কে কিনবে, কোন মাছ কয় পিচ করা হবে,আর কে কে খাবে সবই আল্লাহ তা'য়ালা জানেন, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এত বিশাল জ্ঞানের অধিকারী সে আল্লাহ থেকে কিভাবে আত্মগোপন করে থাকবে? কখনই থাকতে পারবো না, তাঁর হাতে ধরা পড়তে হবেই।

اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ

(সূরা ইব্রাহীম, আয়াত : ৪২)

পাকড়াও করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ দিয়ে রেখেছি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত, ধরার দিন ঠিকই ধরবো।

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ

(সূরা নহল, আয়াত : ৪৫)

হে হাবীব (সাঃ)! তাদেরকে বলে দিন যে, আমি যদি জমিনকে নির্দেশ করি, তবে তোমাদের সকলকে গ্রাস করে নিবে, ভূ-গর্ভে টেনে নিবে, কাউকেই জীবিত ছাড়বে না।

اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ

অথবা এমন স্থান থেকে আযাবের কোড়া বর্ষণ হবে যা তোমাদের কল্পনায় ছিল না।

اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

(সূরা নহল ; আয়াত : ৪৬)

অথবা তোমাদের বাজার জমজমাট হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল হবে, চাষাবাদে উন্নতি হবে, লেনদেন চলতে থাকবে, বিয়ে-শাদী সবই ঠিকভাবে

চলবে। আর এগুলোর সাথেই আমার আযাব তোমাদেরকে গ্রাস করে নেবে। এ ব্যাপারেও আমি শক্তিধর।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ

(সূরা নহল, আয়াত : ৪৭)

আমি তোমাদেরকে ভয় দেখাতে দেখাতে মারবো,

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ

(সূরা মুলক, আয়াত : ১৫)

তোমরা আসমানের অধিপতির ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেলে নাকি? আল্লাহ তা'য়ালা জিজ্ঞেস করছেন,

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

(সূরা মুলক, আয়াত : ১৬)

কি হল তোমার! তুমি কি আসমানের মালিক কে এতটুকু ভয় কর না যে, তিনি তোমাকে জমিনে গেড়ে দিতে পারেন! আল্লাহ তায়ালা ভয় করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করছেন, অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় না করো তবে তিনি কি তোমাদেরকে জমিনে ডুবিয়ে দিতে পারেন না? নিশ্চয় পারেন,। অন্যত্র আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

(সূরা মুলক, আয়াত : ১৭)

তোমাদের কি এতটুকু ভয় হয় না যে, আল্লাহ পাক চাইলে বাতাসের সাথে তোমাদের ঘর-বাড়ীসহ তোমাদের উড়িয়ে নিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

তোমরা কি আ'দ জাতির কথা ভুলে গেছো? যাদের উপর শোচনীয় তুফান হয়েছিল।

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ - كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

(সূরা আল-হাক্কা : আয়াত : ৭)

দেখ! দেখ! তাদের মরদেহগুলো কিভাবে পড়ে আছে।

যেন তারা কাটা খেজুর গাছের ন্যায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আল্লাহ পাক বাতাস প্রবাহিত করে দিলেন, এতেই দুনিয়ার শক্তিধর জাতি তছনছ হয়ে গেল।

শুধু কি তাই? পরওয়ারদিগারে আলম আল্লাহ এমন শক্তিমান যে, নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সবই তার মুষ্টির ভিতর।

وَيُمْسِكُ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا

(সূরা ফাতের ; আয়াত : ৪১)

যিনি বড় বড় শক্তিধর জাতিগুলোকে ঘায়েল করে দিয়েছেন।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ
يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

(সূরা আল-ফাজ্‌র ; আয়াত : ৬-৮)

আ'দ জাতির কথা শুন, আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন, আ'দ জাতি তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, তাদের দৈর্ঘ্য ছিল ৪০ থেকে ৫০ হাত, ৩০০ বছর বয়সে তারা বালেগ হত, ৬০০ বছর, ৮০০ বছর, ৯০০ বছর তাদের সাধারণ বয়স ছিল, তাদের অসুস্থতা ছিল না, তারা বৃদ্ধ হত না, তাদের চুল-দাড়ি সাদা হত না, তাদের দাঁত পড়ত না। এক কথায় এমন নজির বিহীন জাতি আল্লাহ তায়ালা আর সৃষ্টিই করেননি।

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

(সূরা আল ফাজর ; আয়াত : ৯)

সে সামুদ জাতি যারা পাহাড় খোদাই করে গৃহ নির্মাণ করতো।

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

(সূরা আল ফাজ্‌র , আয়াত : ১০)

সে ফেরাউন যে নুন থেকে চুন খসতেই মানুষকে শুলিতে লটকিয়ে দিত।

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

(সূরা আল-ফাজ্‌র , আয়াত : ১২)

যে আমার অবাধ্য যে জমিনের বুকে অন্যায় আচরণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিল

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

(সূরা আল-ফাজ্‌র , আয়াত : ১৩)

সুতরাং তাদের উপর আপনার প্রতিপালকের আযাবের চাবুক পতিত হল, কাউকে প্রবল বাতাসের মাধ্যমে ধ্বংস করলেন–

مِنْهُمْ مَنْ اَهْلَكْنَاهُ بِالصَّيْحَةِ مِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا

(সূরা আল-আনকাবুত , আয়াত : ৪০)

আর কাউকে ফেরেশতার চিৎকারের মাধ্যমে ধ্বংস করলেন, কাউকে ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন, তাদের মধ্যে কাউকে পানিতে প্লাবিত করে ধ্বংস করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা এসব ঘটনা কুরআনে বর্ণনা করেছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে তিনি কিভাবে পাকড়াও করেছেন, ভাবছ বুঝি সাইন্স টেকনলজির মাধ্যমে বেঁচে যাবে? আরে জমিনতো তাঁরই কব্জায়।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

(সূরা যিলযাল , আয়াত : ১)

যখন জমীন মহা প্রকম্পনে কম্পিত হবে। আজও তিনি যদি ভূমিকম্প দিয়ে দেন তাহলে কে রুখতে পারবে?

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

(সূরা তুল ক্বামার , আয়া : ১১-১২)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন– আমি কওমে নূহের উপর পানি বর্ষণের জন্য আসমানের সকল দরজাগুলো খুলে দিয়েছি, জমীনের তলদেশ থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছি, সুতরাং জমীনের আনাচে কানাচে সব জায়গায় পানি পৌঁছে গেল, কেউ বাঁচতে পারলো না। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'য়ালা যদি কোন (নাফরমান) ব্যক্তির উপর দয়া করতেন, তাহলে কওমে নূহের সে মহিলার প্রতিই দয়া করতেন,যে পানি দেখে নিজের দুগ্ধপায়ী ছোট

শিশুকে নিয়ে বের হল, পানি পিছে ধাওয়া করে চলছে আর সে আগে আগে চলছে, গিয়ে একটি টিলার উপর উঠল, পানিও সেখানে উঠে পড়ল। আরো উঁচু পাহাড়ে আরোহন করল, পানি সেখানেও গিয়ে পৌঁছলো, পরিশেষে নিজের এলাকার সবচেয়ে উচু পাহাড়ে উঠে গেল, পানি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো, পা ছুঁই ছুঁই পানি, তবুও থেমে নেই বাড়ছে তো বাড়ছে, এক সময় সে মহিলার বুক ডুবে গেল পানির নিচে, নিজের সন্তানকে ঘাড়ে তুলে নিল, এখন পানি ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সে নিজের সন্তানকে আরো উপরে তুলে নিল, তার দৃঢ় প্রত্যয় আমি মরি তবু যেন আমার সন্তান বেঁচে যায়। কিন্তু পানির উত্তাল তরঙ্গে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল বাচ্চাটিকে, ডুবিয়ে দিল তাকে। এক কথায় আল্লাহ তা'য়ালা কোন নাফরমানকেই ছাড়েননি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চাইলে আজও পাকড়াও করতে পারেন। সাধারণ লোককে যেমনিভাবে ধরাশায়ি করতে পারেন, বিজ্ঞানীদেরকেও ধরাশায়ি করতে পারেন, রকেট আবিষ্কার করাও আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতার বাহিরে নয়। আল্লাহ এক ইশারায় সমগ্র জগতের পরিকল্পনা পণ্ড করে দিতে পারেন, সকল শক্তিকে ধুলিসাৎ করে দিতে পারেন। সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ আমাদেরকে দেখেন, আল্লাহ আমাদের কথা শুনেন, আমাদের উপর ক্ষমতাধর, সমগ্র জগত তার কব্জার ভিতর। তিনি কারো কোন ধরনের সাহায্য ছাড়াই তিনি রাজত্ব পরিচালনা করেন,তাঁর কোন সাহয্যকারী নেই। তিনি (مدبر) কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে কারো পরামর্শের প্রয়োজন হয় না, তাঁর কোন পরামর্শ দাতা নেই।

اَلْمَلِكُ لَاشَرِيْكَ لَهُ

তিনি এমন এক অদ্বিতীয় বাদশাহ যার কোন অংশিদার নেই

اَلْفَرْدُ لَانِدَّ لَهُ

তিনি এমন একক সত্ত্বা যার মত আর কেউ নেই। তার সঙ্গে এমন কোন ইলাহ নেই যাকে ভয় করা যায়।

وَلَارَبَّ يُرْجَى

তাঁর সাথে এমন কোন প্রতিপালক নেই যার নিকট কিছু আশা করা যায়।

وَلَاحَاجِبٌ يُرْشَى

তাঁর আশেপাশে এমন কোন দারোয়ান নেই যাকে ঘুষ দিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছা যায়।

وَلَاوَزِيْرٌ يُعْطَى

তাঁর এমন কোন মন্ত্রী নেই যাকে কিছু দিয়ে তাঁর নিকট সুপারিশ করা যায়।

اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

(সূরা ক্বাফ : আয়াত : ১৬)
তিনি তোমাদের শাহ রগের চেয়েও নিকটে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ

(সূরা কামার : আয়াত : ৮৮)
প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংসশীল ক্ষণস্থায়ী কেবল তিনি চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

(সূরা আর-রহমান : আয়াত : ২৬)
প্রত্যেক জিনিসের ধ্বংস অনিবার্য আর তাঁর অস্তিত্ব অভিসম্ভাবী।

কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী

যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জমীনকে তছনছ করে দেয়ার নির্দেশ হবে, হযরত ইসরাফীল (আঃ) সিঙ্গায় ফুৎকার দিবে, তখন তার আওয়াজ সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ছুটে চলবে। জমীন টুকরা টুকরা হবে। তাহতাস্সারা (পাতালপুরী) পর্যন্ত জমিন ফেটে যাবে,

وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

(সূরা আত-ত্বরিক : আয়াত : ১১)

জমিন এমনিভাবে ফেটে যাবে যে নীচে পর্যন্ত ফাক হয়ে যাবে

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

(সূরা ইনশিতক্বাক, আয়াত : ১)

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

(সূরা ইনফিতার : আয়াত : ১)
সপ্ত আকাশ পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ

(সূরা মাআ'রিজ : আয়াত : ৮)

সে দিন হবে আকাশ গলিত তামার মত, আসমানের বিক্ষিপ্ত অংশ গুলো উড়তে থাকবে। অথচ এ আকাশে অসংখ্য ফেরেশতা চলাচল করছে। এ আকাশ ফেরেশ্তাকুলকে বহন করছে। শুধুমাত্র এক জন ফেরেশতার চিৎকারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে এ আকাশ! সে দিন আজরাঈল (আঃ) এত ব্যস্ত থাকবেন যে, ইতিপূর্বে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন না। সে দিন আজরাঈল (আঃ) কে এত বেশী কাজ করতে হবে যে, ইতিপূর্বে তাকে কখনও এত কাজ করতে হয়নি। মানুষ, জীন, ফেরেশতা, জীব-জন্তু, শান্ত প্রাণী, অশান্ত প্রাণী, কুকুর-বিড়াল, বাঘ-সিংহ সকলেরই প্রাণ কবজ করতে হচ্ছে। শুধু একটি ফুৎকার, একটি আওয়াজ, একটি চিৎকার। এতে সূর্য বিদীর্ণ, আকাশ চুর্ণ-বিচুর্ণ হল। এ ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা দিতেগিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

اِذَاالشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ * وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ *

(সূরা তাকবীর, আয়াত : ১-৩)
কোথাও বলেছেন-

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ * وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ * وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ * وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ *

(সূরা ইনফিতার, আয়াত : ১-৪)

আবার কোথাও বলেছেন,

اَلْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ

(সূরা আল-হাক্কা, আয়াত : ১-২)

অন্যত্র বলেছেন,

اَلْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

(সূরা আল-কারিয়া, আয়াত : ১-৩)

আবার বলেছেন,

اِتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ لَشَئٌ عَظِيْمٌ

(সূরা হজ্ব, আয়াত : ২৫)

আর কোথাও বলছেন,

يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيْلاً * اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا

(সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ২৫-২৬)

আজ অত্যন্ত ক্ষীপ্র বেগে চলছে মৃত্যু। সকলেই মরছে, সকলেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করছে। এক চিৎকার বা এক ফুৎকারেই সকলের জান বেরিয়ে যাচ্ছে।

এখন ইবলিসের পালা। আজরাইল (আঃ) তাকে ঘুরে ফিরে দেখবেন তাকে ধরার জন্য এক দিকে ছুটে যাবেন, সে অপর দিকে চলে যাবে। সেখান থেকে তিনি আবার ডুব দেবেন সে অন্য দিকে গিয়ে উঠবে। পুনরায় তাকে ধরার জন্য ডুব লাগাবেন এবং বলবেন হে অত্যাচারী, আজ কোথায় পালাবে তুমি? হে জালেম! আজ তোমার সময় ফুরিয়ে গেছে। সে বলবে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে তুমি? উত্তরে হযরত আজরাঈল (আঃ) বলবেন? اِلى امك الْهَاوِيَة তোমার ঠিকানা হাবিয়া দোযখে নিয়ে যাব।

আসমান জমিনের সকল ফেরেশতা মারা যাবে, অতঃপর আরশ বহনকারী ৮ ফেরেশতার মৃত্যু ঘটবে। এরপর যখন জিব্রাঈল মিকাঈল (আঃ)

এর মৃত্যু আদেশ কার্যকর করা হবে, তখন আল্লাহ তা'য়ালার আরশ মুবারক সুপারিশ করবে, আয় আল্লাহ! জিব্রাঈল মিকাঈলকেও কি মেরে ফেলবেন? অন্তত তাদেরকে বাচিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা ধমক দিয়ে বলবেন, اُسْكُتْ চুপ কর। اَلْمَوْتُ عَلٰى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِيْ

আমার আরশের নীচে যেই থাকুক সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। এক আল্লাহ ব্যতীত সকলেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। জিব্রাইল, মিকাঈল (আঃ) এর মৃত্যু ঘটে যাবে। এরপর সিঙ্গা ফুৎকার দাতা ইসরাফিল (আঃ) এর মৃত্যু হবে। সর্বশেষে সকলের জান হরণকারী আজরাঈল (আঃ) এরও মৃত্যু হয়ে যাবে। তারপর বাকী থাকবে শুধু একক ও অদ্বিতীয় সত্ত্বা মহান আল্লাহ তা'য়লা যিনি সকল বাদশাহের বাদশাহ্।

আল্লাহর রহমত ও গুণাহগারের তাওবা

হে আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়াতে কৃত অপরাধের জন্য পাকড়াও না করার কারণ হলঃ- আল্লাহ তা'য়ালা অতি দয়ালু ও মেহেরবান। তিনি চান আমরা যেন তার দিকে ফিরি, তার নিকট তওবা করি।

مَا يفعل الله بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

(সূরা নিসা, আয়াত : ১৪৭)

আমি তোমাদেরকে আযাব দিয়ে কি করব! যদি তোমরা ঈমান গ্রহণ কর, আমার আনুগত্যশীল হয়ে যাও, তবে তো আমি তোমাদেরকে আযাব দিতে চাই না। আহকামুল হাকীমিন আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন বাহানায় আযাবকে বারণ করে রাখেন। আর বান্দার তওবার প্রতিক্ষায় থাকেন। আমরা আল্লাহ তা'য়ালার কত নাফরমানী করি, কত গুণাহের মধ্যে ডুবে আছি। আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ লঙ্ঘন করে চলছি। আমাদের অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘন দেখে সাগর রাগে ফুসে উঠে। প্রতিদিন ফরিয়াদ করে

مَا مِنْ يَوْمٍ اِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْتَاْذِنُ رَبَّهٗ اَنْ يُغْرِقَ اِبْنَ اٰدَمَ

আমার লাগাম ছেড়ে দিন, আমি বনী আদমকে ডুবিয়ে দেই।

وَالْاَرْضُ تَسْتَاْذِنُ مِنْهُ

জমিন বলে, আমাকে একটু সুযোগ দিন আমি পার্শ্ব পরিবর্তন করে নীচের অংশকে উপরে দেই আর উপরের অংশকে নীচে দেই

وَالْمَلٰئِكَةُ تَسْتَاْذِنُ فِيْهِ اَنْ تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ

আর ফেরেশতারা বলে! আয় আল্লাহ, অনুমতি দিন আপনার নাফরমানদেরকে খতম করে দেই। সীমাহীন দয়ালু, অতি মেহেরবান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উত্তরে বলেন; যাদেরকে আমি নিজ হাতে তৈরী করেছি তারা আর তোমরা কখনও বরাবর হতে পার না,

فَاِنْ كَانَ عَبْدُكُمْ فَشَانُكُمْ بِهٖ

তারা যদি তোমাদের বান্দা হয়, তবে যাও তাদেরকে মেরে ফেল, ধ্বংস করে দাও, পাকড়াও করে নাও, নিস্তে-নাবুদ করে দাও,

وَاِنْ كَانَ عَبْدِيْ

আর যদি তারা আমার বান্দা হয়ে থাকে

فَمِنِّيْ وَاِلٰى عَبْدِيْ

তাহলে ব্যাপারটি আমার ও তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ,এতে তোমাদের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। আমি আমার নাফরমান বান্দার প্রতিক্ষায় আছি।

اِنْ اَتَانِيْ لَيْلًا قَبِلْتُهٗ

সে রাতে তওবা করলে আমি কবুল করব

اِنْ اَتَانِيْ نَهَارًا قَبِلْتُهٗ

সে দিনে তওবা করলেও আমি কবুল করব। যে কোন সময় সে আমার নিকট তওবা করুক, আমি তার তওবা কবুল করে নেব। যে কোন সময় সে আমার দিকে ফিরে আসুক আমি তাকে বরণ করে নেব। এখন সে আমার দিকে না ফিরুক, কোন এক সময়তো সে আমার দিকে ফিরবে।

তথাপিও আল্লাহ পাক কত দয়ালু, মেহেরবান, দয়াবান, হিতাকাংখী যে,কোন নারী বা পুরুষ আল্লাহর নিকট তওবা করে, আল্লাহর দিকে ঝুকে পড়ে, কেঁদে কেঁদে চোখের দু'ফোটা পানি ফেলে। তখন আল্লাহ'তায়ালা এত খুশী হন যে, উর্দ্ধ জগতে আতশ সজ্জা ব্যবস্থা করেন, ফলে পুরা আসমান আলোকিত হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ পরস্পরে বলাবলি করে, কেন এ আলো? এ কিসের আলো? তখন উপর থেকে ঘোষণা হয় اَصْلَحَ الْعَبْدُ عَلٰى مَوْلَاهُ আল্লাহর এক অবাধ্য বান্দা আজ বাধ্য হয়েছে, যার সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না সে আজ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিয়েছে, আল্লাহর সাথে সন্ধি করে নিয়েছে। খুশী হওয়ার প্রয়োজন আমাদের না আল্লাহ তা'য়ালার? তওবার প্রয়োজন আমদের না আল্লাহ তা'য়ালার? প্রয়োজনতো আমাদেরই কারণ প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে প্রতি মিনিট প্রতি সেকেন্ডই আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। অপর দিকে আল্লাহ তা'য়ালা কোন কাজেই আমাদের দিকে মোহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন। অথচ আমাদের খুশী হওয়ার পরিবর্তে তিনিই অত্যাধিক খুশী হচ্ছেন। কেমন খুশী হন, বান্দা তওবা করার পর আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদেরকে ডেকে ডেকে বলেন, যাও! যাও! ঘোষণা করে দাও, আমার এক বান্দা আমার থেকে বিমুখ ছিল, সে আজ আমার দিকে ফিরে এসেছে। সে আমার নিকট তওবা করেছে। এমনিভাবে আল্লাহর কোন বান্দীও যদি তওবা করে আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদের ডেকে ডেকে বলেন যাও! যাও!! ঘোষণা করে দাও, আমার এক বান্দী আমার থেকে বিমুখ ছিল, সে আজ আমার দিকে ফিরে এসেছে। সে আমার নিকট তওবা করেছে। এজন্যই আল্লাহ তা'য়ালা সহজে ধরেন না, বরং সুযোগ দিতে থাকেন, ডাক দিয়ে বলেন, হে বান্দা তওবা করে নাও, হে বান্দা তওবা করে নাও, হে বান্দা! তওবা করে নাও। আর বান্দা যতবার তওবা করে ততবারই আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ

যদি তোমার গুণায় জমিন ভরে যায়, গ্রহ-নক্ষত্র সব পুরে যায়, আসমান বোঝাই হয়ে যায়, আসমান জমিনের মাঝের খালি জায়গাও ভর্তি হয়ে যায়

তবুও যদি তুমি খাটি ভাবে তওবা কর, বল, আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও

غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِىْ

আল্লাহ বলেন– বান্দা আমি তোমার সব অপরাধই ক্ষমা করে দিলাম, আর এ ব্যাপার আমি কারো কোন পরওয়াই করি না। কারণ তার নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করার মত তো কেউ নেই। বান্দা যখনই যত বার বলে ইয়া আল্লাহ! যত বারই আল্লাহ! আল্লাহ! ডাকে সাথে সাথে ততবারই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ يَا عَبْدِىْ

হে আমার বান্দা আমি আছি, উপস্থিত আছি। কোন মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান, সে কলিজার টুকরা, নয়ন তারা, সন্তানটি যখন আম্মা বলে ডাকে মা বলেন জ্বি, আবার ডাকল আম্মা, মা উত্তরে বলেন জ্বি, কি বল। আবার ডাকল, আবার ডাকল তখন মা বলবেন চুপ করে থাক, বক বক করে মাথা নষ্ট করিসনা। অথচ সমগ্র জগতের স্রষ্টা, সকলের পালনকর্তা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্পষ্ট নাফরানীতে আমরা সর্বক্ষণ ডুবে থাকা দাগি আসামী, জীবনের কোন স্তরেই তেমন ভালোর কোন চিহ্নও নেই, মন্দ আর মন্দ তবুও যখনই হাত উঠিয়ে বলি يَا اَللّٰهُ তখনই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا عَبْدِىْ

হে আমার বান্দা আমি আছি, উপস্থিত আছি। বল তুমি কি চাও। আমরা যত বারই আল্লাহ, আল্লাহ ডাকি। আল্লাহপাক লাব্বাইক, লাব্বাইক (لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ) করতে থাকেন। ডাকতে ডাকতে ডাকনেওয়ালা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে যাবে কিন্তু উত্তর দাতা ক্লান্ত হবেনা, বিরক্ত হবেনা।

একজন গায়কের বিস্ময়কর তওবা

হযরত ওমর (রাঃ) এর শাসনামলে ছিল এক গায়ক, তার পেশা ছিল গান করা। সে চুপি চুপি গেয়ে বেড়াত। সে গোপনে গোপনে নিজের শখ উড়াত, কেউ কেউ এতে তাকে কিছু পয়সা কড়িও দিত। হতে হতে সে এক

সময় বুড়ো হয়ে গেল। তার কণ্ঠ বসে গেল, সুর মলিন ও বিলিন হয়ে গেল। এখনতো আর কেউ তাকে পয়সা দেয় না। হায় কি এক চরম দূর্দশা, বীভৎস পরিস্থিতি। উপবাস থাকতে হচ্ছে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কি করবে? গিয়ে উঠল জান্নাতুল বাক্বীতে। সে বসে পড়ল একটি ছোট বনের আড়ালে। বড় কাতর ও করুন স্বরে বলতে শুরু করল আয় আল্লাহ! যখন কণ্ঠ ভাল ছিল তখনতো সকলেই আমার নিকট ভিড় জমাতো। সকলেই আমার থেকে শুনতে আগ্রহী ছিল। আর এখন কণ্ঠ নেই কেউ নেই, কেউ আমার নিকট আসেনা। কেউ আমার থেকে কিছু শুনতে চায় না, হে আল্লাহ!তুমিতো সকলেরটাই শোন, হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয় জান আমি বৃদ্ধ ও অতি দুর্বল, তবে আমি তোমার অবাধ্য, নাফরমান একথা আমি স্বীকার করি এবং তোমার দরবারেই ফিরে এসেছি, তুমি আমার প্রয়োজন পুরা করে দাও। বিনয়ী স্বরে কাকুতি মিনতিভরে এমন ফরিয়াদ জানালো, এমন বিলাপ জুড়ে দিলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে শোয়া ছিলেন, শুয়ে শুয়ে এক গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন। আমার এক বান্দা জান্নাতুল বাক্বীতে আমার নিকট ফরিয়াদ করছে, আমার নিকট সাহায্য চাচ্ছে। তুমি গিয়ে তাকে সাহায্য কর"।

এ আওয়াজ কানে পড়া মাত্র খালি গায়ে, খালি পায়ে ছুটে চললেন খলীফা ওমর (রাঃ) জান্নাতুল বাক্বীতে। গিয়ে দেখেন সে বুড়া বসে আছে ঝোপের পাশে। আর কাকে যেন নিজের জীবনের ঘটে যাওয়া অতীতের পুরানো কাহিনীগুলো শুনাচ্ছে। যে মাত্র নজর পড়ল হযরত ওমরের উপর। উঠে তীব্র বেগে দৌড়াতে আরম্ভ করল। হযরত ওমর (রাঃ) ডেকে ডেকে বললেন, থাম! থাম!! আমি আসিনি বরং আমাকে পাঠিয়েছেন। সে বলল, কে পাঠিয়েছে? হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে বললেন, তুমি যাকে ডাকছ তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। একথা শুনে সে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলতে শুরু করল, "আয় আল্লাহ! সত্তর বছর যাবত তোমার নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলাম। কখনও তোমাকে স্মরণ করিনি। আর এখন স্মরণ করছিতো আমার পেটের দায়েই স্মরণ করছি, তবুও কি তুমি আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ? আমার ফরিয়াদে لَبَّيْكَ লাব্বাইক" বলেছ। হে আল্লাহ! তুমিএ নাফরমানকে মাফ করে দাও। একথা বলে বলে এমন কান্না কাটি করলেন যে, তার প্রাণ বেরিয়ে গেল, মৃত্যু হয়ে গেল। এরপর স্বয়ং খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর (রাঃ) তার জানাযা পড়ালেন, ভাইয়েরা ও বোনরা আমার!

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সাথে সাথে পাকড়াও করেন না। কারণ অতি মেহেরবান ও দয়ালু। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উপর দয়া করতে চান, আমাদের উপর অনুগ্রহ করতে চান, তিনি আমাদেরকে জাহান্নামে দিতে চান না। তাই তিনি আমাদের জন্য তওবার দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তওবার দ্বার খোলা থাকবে। بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مَالَمْ يُغَرْغِرْ প্রাণ বেরিয়ে কণ্ঠনালীতে এসে চটপট করার পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা, সর্বক্ষণিকভাবে খোলা, পুরুষদের জন্যও খোলা, নারীদের জন্যও খোলা।

জান্নাতের মন জুড়ানো পরিস্থিতি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমরা আখেরাতকে সামনে রেখে জীবন যাপন করতে চাই, কারণ আখেরাতেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য, আমাদের সকল কর্ম তৎপরতা আখেরাতের জন্যই। যার নেকী পাল্লা ভারী হল সেই সফল। বিচারের পর ঘোষণা করা হবে

فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ اَثْقَلَتْ مَوَازِيْنُهُ وَسَعِدَ سَعَادَةً لَا يَشْقٰى بَعْدَهَا

অমুকের ছেলে অমুকের নেকীর পাল্লাভারী হয়েছে (পাপ থেকে নেক বেশী হয়েছে) তাই সে সফলকাম, এমন সফলতা সে অর্জন করেছে যার পর আর ব্যর্থতা নেই। তার জন্য আল্লাহর মেহমান খানার ব্যবস্থা রয়েছে। যা আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই তৈরী করেছেন। আল্লাহ পাক দুনিয়াকে তৈরী করে কখনও দুনিযার দিকে একবারও রহমতের দৃষ্টিতে নজর করে দেখেননি। আর জান্নাতকে আল্লাহ তা'য়ালা নিজ হাতে তৈরী করেছেন। একটি ইট মুতির, একটি ইট-ইয়াকুতের, একটি ইট জমরজদ পাথরের, মিশক আম্বরের গাথুনী দিয়ে প্রাসাদগুলো তৈরী করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার আরশ মুবারকই প্রাসাদগুলোর ছাদ, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। ঝর্ণা বইবে, কোথাও তাসনিম, কোথাও না'য়ীম, কোথাও সালসাবিল, কোথাও কাফুর নামক ঝর্না ঝরবে।

وَتَسْمّٰى نَعِيْمًا وَسَلْسَبِيْلًا - وَكَاسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ

সব মিলে মনি-মুক্তা, ইয়াকুত, জমরজদ, স্বর্ণ, রৌপ্য নির্মিত ঘরগুলো নীচে প্রবাহমান থাকবে বিভিন্ন নদীসমূহ।

اَنْهَارٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ

(সূরা কাহাফ, আয়াত : ৩১)

পানির নদী, দুধের নদী, মধুর নদী, পবিত্র শরাবের নদী, এতটুকুতেই কি শেষ? প্রতিদিন পাঁচ বার আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতকে ডেকে ডেকে বলবেন, হে জান্নাত! আমার বন্ধুদের জন্য, আমার বান্দাদের জন্য, আমার বান্দীদের জন্য সজ্জিত হয়ে যাও। নিজকে নিজে সাজাও। দিন পাঁচ বার জান্নাতকে সজ্জিত করা হয়। পাঁচ বার জান্নাতকে সৌরভিত করা হয়। যে ব্যক্তি ঈমান গড়েছে, আমল গড়েছে, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল অর্জন করেছে। সে ব্যক্তি আনন্দ চিত্তে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে এবং তার ঠিকানা হবে মহা সুখের স্থান জান্নাত।

ঈমানদার মহিলারাতো পুরুষদের ও পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বলা হবে যাও জান্নাতে যাও। গিয়ে নিজের স্বামীর সংবর্ধনার জন্য নিজে নিজকে অলংকার দ্বারা সজ্জিত কর। দুনিয়ার অলংকারে কিছু না কিছু খাদ থাকেই। অন্য কোন পদার্থ সংমিশ্রণ করেই। আল্লাহপাক জান্নাতের মধ্যে একজন স্বর্ণকার রেখেছেন যিনি ফেরেশতা। তাসবিহ, তিলাওয়াত কিছুই তার দায়িত্বে নেই। তার দায়িত্ব কেবল অলংকার তৈরী করা, অলংকারগুলো হবে নিখাদ, সে অলংকারগুলো যে ডাইজে তৈরী করা হবে সেগুলো যদি সূর্যের সামনে ধরা হয় তবে সূর্যের আলো অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাহলে ভেবে দেখা উচিৎ সে অলংকারগুলো কেমন হবে। সে চমৎকার অলংকারগুলো নারীরা তো ব্যবহার করবেই, পুরুষরাও ব্যবহার করবে।

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

(সূরা কাহাফ, আয়াত : ৩১)

স্বর্ণের চুড়ি পুরুষরাও ব্যবহার করবে। নারীরাও ব্যবহার করবে। কেউ স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার করবে। কেউ রৌপ্যের অলংকার ব্যবহার করবে। যার যার পদমর্যাদা অনুপাতে ব্যবস্থাপনা। সবুজ রেশমী পোষাক পরিধান করবে। কেউ পাতলা রেশমী পোষাক ব্যবহার করবে আর কেউ মোটা রেশমী পোশাক পরিধান করবে। কোন কোন ব্যক্তির মাথায় মুকুট থাকবে,

মুকুটের মধ্যে যে মুতির পাথর খচিত থাকবে তন্মধ্যে একটি অতি সাধারণ মুতির সামনে মাশরিক থেকে মাগবির, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সকল সৌন্দর্য লজ্জা পাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতী মহিলাদেরকে যে চুল দান করবেন, সে একটি চুলের একাংশ যদি পৃথিবীর বুকে ফেলে তবে সমগ্র জগত সৌরভিত হয়ে যাবে, সমগ্র জগত আলোকিত হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক তাদেরকে এত সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যের সামগ্রী দান করেই সমাপ্ত করবেন না বরং আল্লাহর নিজের চেহারার নূর তাদের চেহারার উপর জুড়ে দিবেন। نُورُوجُهِهِنَّ مِنْ نُورِ اللّٰهِ تَعَالٰى

কুরআন-হাদীসে যে সকল জান্নাতী হুর বালাদের উল্লেখ করা হয়েছে তারা হবে ইয়াকুতের ন্যায়। মণি-মুক্তার ন্যায়,যৌবনে টইটুম্বর। তারা সূর্যের সামনে আঙ্গুল প্রকাশ করল সূর্যের জ্যোতি মলিন হয়ে যাবে। এমন অতুলনীয় রূপসী সুন্দরী (হুর) নারীদের চেয়ে ঈমানদার নারীগণ ৭০ হাজার গুণ বেশী সুন্দরের অধিকারী হবে ১/২ অথবা ৭/৭০ গুণ নয় বরং ৭০ হাজার গুণ বেশী রূপসী হবে।

নেককার নারী না হুর কে শ্রেষ্ঠ?

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نِسَاءُ الدُّنْيَا اَفْضَلُ اَمْ نِسَاءُ الْجَنَّةِ؟ দুনিয়ার নেককার মহিলাগণ উত্তম না জান্নাতের হুরগণ উত্তম কেন, এ প্রশ্ন সৃষ্টি হল? দুনিয়ার নারীদেরকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে পচা মাটি দিয়ে, যাদের পায়খানা, পেশাব হয়। জান্নাতের হুরদেরকে মেশকে আম্বর, জাফরান, কাপুর দ্বারা তৈরী করা হয়েছে।

যারা দুনিয়ার মধ্যে নিজেদের আঙ্গুল বাহির করলে শুধু সুঘ্রাণই সুঘ্রাণ মনে হবে, পৃথিবীকে মহিত করে তুলবে তার সুবাসে। মানুষের সৃষ্টিমূল হল পচা দুর্গন্ধময় মাটি। আর হুরদের সৃষ্টির উৎস হল সুগন্ধি আর সুগন্ধি। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? তবুও রাসূলকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? রাসূল (সাঃ) উত্তরে বলেন–

بَلْ نِسَاءُ الدُّنْيَا اَفْضَلُ

হে উম্মে সালমা দুনিয়ার নারীরাই উত্তম,

لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেন? মহানবী (সাঃ) বলেন–

صِيَامُهُنَّ وَصَلَاتُهُنَّ وَعِبَادَتُهُنَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

তাদের নামাযের কারণে, রোযার কারণে, তারা আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত করার কারণে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত হাদীসে নামায, রোযা ইত্যাদি উল্লেখ করার পর وَعِبَادَتُهُنَّ তাদের ইবাদত' একথা বলার প্রয়োজন হল কিসের? আমরা কেবল নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদিকে ইবাদত মনে করি অন্য কাজগুলোকে ইবাদত মনে করি না। না, হাদীসের যেখানেই (عبادة) ইবাদত শব্দটি উল্লেখ আছে সবক'টি জায়গায় অর্থ এ হবে যে, পুরা জিন্দেগী বন্দেগীতে পরিণত করা, আর তা হবে আল্লাহর আনুগত্য ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে।

صَلَاتُهُنَّ وَصِيَامُهُنَّ وَعِبَادَتُهُنَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

সর্বোপরি তাদের নামায, রোযা, ইবাদত সবই হবে আল্লাহর জন্য। বিনিময়ে আল্লাহ

اَلْبَسَ اللّٰهُ وُجُوْهَهُنَّ النُّوْرَ

আল্লাহ পাক তাদের চেহারায় নূর জুড়ে দিবেন।

اَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيْرَ

তাদের অপরূপ শরীরে রেশম জুড়ে দিবেন। নিখাদ স্বর্ণের অলংকার সজ্জিত করবেন, সুঘ্রাণ বিস্তারকারী আংটি পরাবেন। আমাদের দেশে প্রচলন নেই, একবার বাইতুল্লাহ শরীফে দেখেছি উদ গাছ পুড়ে দেয়া হচ্ছে। আরবে এর খুব প্রচলন আছে, রাজা-বাদশাদের মহলে আম্বর, উদ ও মিশক পুড়ে ধোয়া দেয়া হয়। এতে পুরা মহল সুবাসে মোহিত হয়ে যায়। এমনিভাবে তাদের আংটি থেকে ছড়ানো স্নিগ্ধতায় পরিবেশ সৌরভিত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রিয় বন্ধু মানবকুলের সর্দার মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন

তাদেরকে এমন আংটি দেয়া হবে যা থেকে খুশবু ছড়াবে। সে আংটিগুলো হবে মুতির।

জান্নাতের হুর ও দুনিয়ার নেককার, পরহেজগার ঈমানদার নারীদের মধ্যে বিতর্ক হবে। হুরেরা বলবে,

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوْتُ اَبَدًا

আমরা তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, কারণ আমরা চিরদিন জীবিত থাকবো, আমরা কখনই মরবো না, আমরা কখনও বার্ধক্যে উপনিত হইনি, হবও না। আমরা চির কৃতজ্ঞ, আমরা কখনো অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না। আমরা চির বন্ধু, স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের কখনো বিচ্ছেদ হবে না। আর এ চারটি দোষতো দুনিয়া বাসীদের মধ্যেই থাকে। চাই পুরুষ হোক বা নারী সকলের মধ্যেই আছে। আমরা দুনিয়াবাসী বুড়া হই, অপোষে আমাদের বিবাদ-বিসংবাদ হয়, আমাদের বিচ্ছেদও ঘটে, আর সকলের মৃত্যু ছাড়াতো গতি নেই। সবই সত্য, তবুও ঈমানদার জান্নাতী নারী উত্তরে বলবে–

نَحْنُ مُصَلِّيَاتُ مَاصَلَّيْتُنَّ

আমরাতো নামায পড়েছি, তোমরাতো নামায পড়োনি। আমরাতো রোযা আদায় করেছি, তোমরাতো রোজা রাখনি। আমরাতো অজু করেছি, তোমরাতো কখনও অজু করোনি। আমরাতো আল্লাহর নামে দান খয়রাত করেছি। তোমরাতো কখনো আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করোনি। হযরত আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেন– فَغَلَبْهُنَّ সুতরাং ঈমানদার মহিলারাই বিজয়ী হবে।

হুরদের উপর বিজয়ী হল কেন? ঈমানের কারণে, তাকওয়া, তাকওয়াকুল সতীত্ব রক্ষা, পবিত্রতা ইত্যাদির কারণে। উল্লেখিত কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতী নারীদের সম্মানবৃদ্ধি করে দিয়েছেন, সেসব হুরদেরকে জান্নাতী নারীদের খাদেমা বা চাকরাণী বানিয়ে দিয়েছেন। একজন আরবী কবি খুব সুন্দরভাবে এ ঘটনাকে নিজের কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন, যার ভাবার্থ নিম্নে উদ্বৃত হল।

হুরগণ বলবে, তোমরাতো দুনিয়ার সংকির্ণতা অতিক্রম করেছ, কবরের অন্ধকার অতিক্রম করেছ, মাটির দেহকে মাটির সাথে মিশিয়ে এসেছ।

জান্নাতে আমাদের জন্ম, জান্নাতুল ফিরদাউস আমাদের বিচরণ ভূমি, চিরস্থায়ী রাজ-প্রসাদ আমাদের আবাসস্থল। একথার উত্তরে জান্নাতী নারী বলবে। فَاِنَّ رَبِّي اَمَاتَنِي আমার প্রভুইত আমাদের মৃত্যু দিয়েছেন। তোমরাতো দাওনি। نَحْمَدُاللّٰهَ এজন্য আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি। আচ্ছা বলতো দেখি– اَلَيْسَ اَبُوْنَا اٰدَمَ - سَجَدَلَهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمٰنِ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ

আমাদের পিতা কি আদম (আঃ) নয়? যার সামনে সব ফেরেশতারা সেজদায় লুটে পড়ে ছিল। আর আল্লাহ তা'য়ালাও এ অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করেছেন। আমাদের পিতাকে ফেরেশতাকুল সেজদা করেছে এ দৃশ্য সকলেই দেখেছে। لَقَدْ قُمْتُ فِى الدُّنْيَا اِذَا جَنَّهُ الدُّجَى রাত দুপুরে যখন আধার ছেয়ে যায়, তারকাগুলোর আলো মন্দা হয়ে যায়, তখন চুপি চুপি উঠে নামাজের মোসল্লায় দাড়ানো এবং আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে বুক ভসানোর মজা যদি তোমরা বুঝতে? কেউ দেখেনা যখন আল্লাহই দেখেন শুধু। সে স্বাদ শুধু আমরাই বুঝি, রাতে উঠে আল্লাহর দরবারে দাড়ানোর মজা এক ধরনের জান্নাতের মজা অন্য ধরনের। চুপি চুপি আল্লাহর নিকট কান্না-কাটির স্বাদ আর জান্নাতের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন, দু'টো এক নয়, তোমরা সে স্বাদ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আচ্ছা ইবাদত বন্দেগীর কথা যদি বাদও দেই, আমরাতো সে মাতৃজাতি যাদের উদর হয়ে নবী রাসূলদের আগমন, আমাদের কোলে আম্বিয়ায়ে কেরাম লালিত–পালিত হয়েছে। আমরাতো আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি। শুধু কি তাই? আল্লাহর প্রিয় নবী ও প্রিয় বন্ধুর ইহ জগতে পদার্পণ আমাদের মাধ্যমেই। আবার আমাদের কোলেই তিনি লালিত–পালিত হয়েছেন। বিতর্ক চলছে তো চলছেই কিন্তু ফয়সালা দিবে কে? স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরশে আযীমের উপর থেকে ফয়সালা দিবেন স্বীয় প্রিয় ঈমানদার বান্দীর পক্ষে।

এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের টার্গেট, আমরা ধিরে ধিরে আমাদের সে কাংখিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলছি। আমরা এ পৃথিবীতে কেউ থাকার জন্য আসিনি। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক ছেড়ে যেতেই হবে। চলে যেতে হবে পরকালে, আখেরাতে, আর এ দুনিয়ায় নশ্বর, আখেরাত অবিনশ্বর। এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আখেরাত চিরস্থায়ী।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য রাসূলের অনুসরণ করাই হচ্ছে জান্নাতের পথ, জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ। নারী হই পুরুষ হই আমরা যদি আমাদের শরীরকে আল্লাহর হুকুম, রাসূল (সাঃ)-এর তরীকা মত ব্যবহার করি, আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যবহার না করি, রাসূলের তরিকার বাহিরে পরিচালনা না করি, আল্লাহর পরমানের বাহিরে রাসূলের দেখানো পথের বাহিরে যদি হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিষ্কের ব্যবহার না করি, হাত দিয়ে যদি অন্যায় না করি, মুখ দিয় যদি অন্যায় না বলি, পা দিয়ে যদি নিষিদ্ধ পথে না চলি, কান দিয়ে যদি অন্যায় না শুনি, চোখ দিয়ে যদি অন্যায় না দেখি মন-মস্তিষ্ক দিয়ে যদি নিষিদ্ধ কাজের পরিকল্পনা না করি।

বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মতে, রাসূলের পথে পরিচালনা করি তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হল। এতে রাজী খুশী হবেন আল্লাহ, বিনিময়ে মিলবে জান্নাত।

উম্মতের উপর রাসূল (সাঃ) এর দয়া

পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (সাঃ) তার উম্মতের উপর এত বেশী দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন যা অন্য কোন নবী করেননি। রাসূল (সাঃ) নিজ উম্মতের জন্য যে পরিমাণ কেঁদেছেন, অন্য কোন নবী নিজের উম্মতের জন্য এত বেশী কাঁদেননি। রাসূল (সাঃ) নিজ উম্মতের মুক্তি ও সফলতার ব্যপারে যতটুকু অস্থির ছিলেন অন্যকোন নবী নিজ উম্মতের জন্য এত বেশী অস্থির হননি। হুজুর (সাঃ) নিজের উম্মতের জন্য যে পরিমাণ আহাজারী করেছেন সে পরিমাণ অন্যকোন নবী করেননি। সত্যের দাওয়াতের কারণে রাসূল (সাঃ)কে এত বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে যে' অন্য কোন নবীকে এত বেশী কষ্ট দেয়া হয়নি। তায়েফে তিনি যখন দা'ওয়াত দিতে (আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতে গেলেন) মাইলের পর মাইল দৌড়াতে থাকলো এবং পিছন থেকে লাগাতার পাথর চুড়তে থাকল, পাঁ তুলে তবুও পাথর পড়ে, পাঁ ফেলে তবুও পাথর পড়ে। পাথর পড়তে পড়তে পাঁ থেতলিয়ে গেল। নীল বর্ণ ধারণ করলো। পাঁ ফেটে গেল, এমনকি পাঁ থেকে বাহির হওয়া রক্ত ফোয়ারার আকার ধারণ করল। পায়ের রক্তে জুতা পায়ের সাথে এত শক্তভাবে লেগে গেল যে, জোর করে টেনে পা

থেকে জুতা আলাদা করতে হল, আমরা জানি পায়ের নলা থেকে সহজে রক্ত বের হয়না, সেখান থেকেও রক্ত বের হল, তাকে এত বেশী কষ্ট দেয়া হল যে, তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।

রাসূল (সাঃ) এর কষ্টে শত্রুর অন্তরও কেঁদে উঠল

রাসূল এর গোলাম হারেসা (রাঃ) তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিলেন, দ্রুত পালাচ্ছেন আশ্রয়ের সন্ধানে। নিরুপায় হয়ে আশ্রয়ের আশায় ঢুকে পড়লেন এক শত্রুর বাগানে। বাগানের মালিক প্রাণের শত্রু উতবা রাসূল (সাঃ)এর করুন পরিস্থিতি দেখে তার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে পড়ল। বলে উঠল, হায়! হায়!! দেখ! দেখ!! মুহাম্মদের কি দুরাবস্থা হয়েছে, দেখ! অত্যাচারীরা কি করেছে? উতবা রাসূল (সাঃ) এর আত্মীয় ছিল। ব্যাপারটি তার মনের মনি কোঠায় নাড়া দিল আর পাশান হৃদয় গলে মোম হয়ে গেল। সে নিজ গোলাম আদ্দাসকে এক থোকা আঙ্গুর দিয়ে বলল; মুহাম্মদের সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে থাক; সে তো আমার আত্মীয় যাও; তুমি তাকে দিয়ে বলবে, সে যেন অবশ্যই আঙ্গুরগুলো গ্রহণ করে। রাসূল (সাঃ)-এর এ চরম অবস্থায় ও তিনি যখন আদ্দাসকে দেখলেন, তিনি তার সকল ব্যথা ভুলে গেলেন। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) সর্বদা সকলকে আল্লাহর কথাই বলতেন, এটা দেখতেন না যে এ বুদ্ধিমান এর সাথে কথা বলি সে বোকা তাকে বাদ দেই। সকলের সাথেই কথা বলতেন।

যখন গোলাম আদ্দাস আসল তখন তিনি একথা ভাবলেন না যে, সর্দাররা যখন মানলনা গোলামের সঙ্গে আলাপ করে লাভ কি? তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিলেন, কুশল বিনিময়ে জানতে চাইলেন তার নাম ঠিকানা। সে বলল, আমি নি নাওয়া শহরের অধিবাসী, রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি আমার ভাই-এর এলাকার লোক, ইউনূস (আঃ) এর এলাকার। সে বলল আপনি ইউনূস (আঃ) কে চিনেন কি করে? ইউনূস (আঃ) তো নি নাওয়ার নবী ছিলেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, ইউনূস (আঃ) নবী ছিলেন, আমিও নবী, সূরা ইউনূস তিলাওয়াত করে শুনালেন, সে তিলাওয়াত শুনে রাসূল (সাঃ)-এর পায়ে চুমু দিতে শুরু করে দিল এবং কালিমা পড়ে নিল, ঈমান গ্রহণ করে নিল। উতবা দুর থেকে দেখে বলতে লাগল। আমার গোলামও বরবাদ হল, যখন সে উতবার নিকট ফিরে এল, উতবা তাকে লক্ষ্য করে বলল, আদ্দাস! তুমি তো আমার পায়ে চুমু দাও না, মুহাম্মদের পায়ে যে চুমু দিচ্ছ? গোলাম

বলল, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তিনি আল্লাহর নবী, তিনি সত্য নবী, তার আনুগত্য ও পদচুম্বনেই মিলবে জান্নাত। তার পদচুম্বনেই মুক্তি মিলবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ তার তরীকা মোতাবেক আমাদের সকল কাজ করব। যে কোন কাজ করার পূর্বে তার তরীকা জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করব। কোন বিধর্মীদের অনুকরণ করব না। সামাজিক প্রথায় গা এলিয়ে দিব না। কারণ আমার ব্যাপারে দেখা উচিৎ আমার প্রভূ আল্লাহ তা'য়ালা আমার নিকট কি চান?

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের নিকট কি চান?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই নিজের চাহিদা ব্যক্ত করেন যে,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত : ৩১)

"হে নবী আপনি বলে দিন তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। কালো যদি রাসূল এর অনুসরণ করে কালকেই আল্লাহ ভালবাসবেন। ফর্সা যদি রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ পাক ফর্সাকেই ভাল বাসবেন। এক কথায় জান্নাত পেতে হলে, আল্লাহকে রাজী খুশী করতে হলে রাসূল (সাঃ) এর তরীকা ইখতিয়ার ভিন্ন কোন উপায় নেই।

সুন্নাতে রাসূলের মূল্য

এক একটি সুন্নাতের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। যদি কারো থেকে একটি টাকা পড়ে যায় সে একথা বলে না যে, এক টাকাইতো তুললে তুলবে, না তুললে নাই। একটি ভোটের জন্য ভোট প্রার্থীরা জীবন ক্ষয় করে। একথা বলে না একটি ভোটইতো পেল-পেলাম, না পেলে নাই। বরং সবাই জানে একটি ভোটের কারণেই অনেক সময় হার-জিত হয়। একটি নাম্বারের জন্য ছাত্ররা রাত জেগে জেগে পড়ে। সে জানে অনেক সময় ১ নাম্বারের জন্যই পরীক্ষার্থী ফেল করে। এ কারণে সে বলে না নাম্বারইতো পেলে পেলাম না পেলে নাই। না, না। এক ভোটেই হার-জিত। এক নাম্বারেই পাশ-ফেল। টাকায়-টাকায় গড়ে উঠে ধন-ভাণ্ডার। এমনিভাবে এক একটি সুন্নাতের

কারণে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য পেয়ে যায়। সুতরাং এমন বলার সুযোগনেই, সুন্নাতইতো পালন করলেও ভাল না করলে ভাল। সুন্নাত থেকে দূরে সরে জীবন যাপন করলে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলে, সে দরবার থেকে বিতাড়িত করা হবে।

এক অনন্য দৃষ্টান্ত

আপনিই একটু চিন্তা করে দেখুন যদি কোন পাকিস্তানী সৈন্য-ভারতীয় সৈন্যের পোষাক ব্যবহার করে তাহলে তার কি অবস্থা হবে? আচ্ছা সে যদি বলে আমার অন্তর দেখ; আমার দিল সাফ আছে; আমি খাটি পাকিস্তান প্রেমিক। আমার ভিতরে ঠিক আছে, তখন সকলেই বলবে তুমি মিথ্যুক; গাদ্দার। এ প্রকাশ্য অপরাধের জন্য তাকে অবশ্যই সাজার কাষ্ঠে ঝুলতে হবে। অতএব, আমাদের প্রকাশ্য দিককেও নবীর তরীক মোতাবেক গড়তে হবে। গোপণীয় বিষয়গুলোকেও নবীর তরীকা মোতাবেক গড়ে তুলতে হবে। স্বভাবত বাইরের অংশ ঠিক হলে আস্তে আস্তে ভিতরের অংশ ঠিক হয়। বাহির ঠিক হলে হোক, না হলে না হোক, অন্তর ঠিক হওয়ার দরকর" এ ধরনের কথা শয়তানী মতবাদ। আচ্ছা আপনিই একটু বলুন, জামা কাপড় ময়লা হলে খুলে ফেলা হয় কেন? কাপড়তো পবিত্রই আছে, নাপাকতো হয়নি। তাহলে খোলা হয় কেন? এর দুর্গন্ধ মানুষকে বিরক্ত করে তোলে। তাই খুলে ফেলা হয় এবং নতুন পোষাক পরিধান করা হয়। এমনি ময়লা প্লেটে আমরা খাবার খাই না। গ্লাসে তরকারীর ঝোল, চর্বি ইত্যাদি লেগে থাকলে সে গ্লাসে পানি পান করতে ইচ্ছে হয় না। তরকারীর ঝোল পবিত্র গ্লাসটিও পবিত্র। তাহলে পানি পান করতে মন চায় না কেন? পান করে নিন। না. না, মন চায় না, গ্লাসটির যে পরিস্থিতি কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বিছানা চাদর একদম ময়লা হয়ে গেছে শুতে ইচ্ছে হয় না। কেন চাদরটি পবিত্র ঘুমিয়ে পড়ুন? না. না, বিছানার ময়লা পরিস্থিতি দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। এ বিছানায় শুতে ভাল লাগবে না। বিপরীত দিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক দেখে প্রফুল্ল হয়ে উঠে মন। তাহলে এবার বুঝে দেখুন বাহিরের প্রভাব ভিতরে কত টুকু প্রতিফলন ঘটায়। সুন্দর পোষাক দেখে মন খুশী ভাল মাছ-তরকারী দেখে মন খুশী হয়। খাদ্য-খাদক বাহিরে, পোষাক-পরিচ্ছেদ বাহিরে। তবে এগুলো দেখে ভিতরে খুশী হচ্ছে, তাহলে বুঝা যায় বাহিরের অংশ ভিতরে প্রভাব বিস্তার করে। বাহিরে ঠিক হলে ভিতর

ঠিক হয়। বাহির বেঠিক হলে ভিতরে বেঠিক হয়ে যায়। প্রথমে ভিতর ঠিক হলে পরে বাহির ঠিক হবে এমন বলা ঠিক না, কারণ প্রথমে ঘর বানানো হয় পরে তাতে ধান, চাল-ডাল, ফার্নিচার রাখা হয়। প্রথমে বাচ্চার আকৃতি সৃষ্টি হয় পরে রূহ দেয়া হয়। প্রথমে আকৃতি ধারণ করে এর পর প্রান আসে এর বিপরীত হয় কি? না, তাহলে বুঝা গেল জাহেরের সাথে বাতেনের বহু গভীর সম্পর্ক। বাতেন কতটুকু শুদ্ধি লাভ করেছে তা জাহেরের দ্বারাই উপলব্ধি করা যাবে। সুতরাং বুঝা গেল জাহের তথা বাহিরাবরণেও সুন্নতের উপস্থিতি একান্ত জরুরী।

বড় পীর শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর নিকট এসে একজন মহিলা অভিযোগ করল, হুজুর যদি পর্দার হুকুম না থাকতো তাহলে আপনাকে আমি আমার চেহারা দেখাতাম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন বিধায় আপনাকে আমার চেহারা দেখাতে পারছিনা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই আমার চেহারা দেখতাম। আমি এ রূপসী হওয়া সত্বেও আমার স্বামী আরেকটি বিয়ে করতে চায়। এ কথা শুনা মাত্র বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বেহুশ হয়ে গেলেন। কেন তিনি বেহুশ হলেন? এ নিয়ে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল তিনি বললেন, হে লোক সকল! এক সৃষ্টি জীব তার ভালবাসায় অন্যের অংশদারিত্য সহ্য করতে পারছে না। মহান সৃষ্টি আল্লাহ তা'য়ালা কি করে সহ্য করতে পারেন? এ অন্তরে কত গাইরুল্লাহর ভুত বাসা বেধেছে তবুও আল্লাহ তা'য়ালা সহ্য করে নিচ্ছেন। আল্লাহ তা'য়ালা কত রহীম ও করীম, দয়াবান ও মেহেরবান।

ইউসুফ ও ইয়াকুব (আঃ) এর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার কারণ

ইউসূফ (আঃ) স্বীয় পিতা থেকে ৪০ বছর দূরে ছিলেন। ৪০ বছর পর ছেলের সাথে পিতার স্বাক্ষাত হয়। وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (সূরা ইউসুফ আয়াত : ৮৪) শোকে দুঃখে পিতা ইয়াকুব (আঃ) কাঁদতে কাঁদতে চক্ষু সাদা হয়ে গেল। দীর্ঘ বিরহের পর পিতা পুত্র সাক্ষাত হল। এরপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াকুব বলতো দেখি, ইউসূফ তোমার থেকে কেন দূরে সরলো? তুমি একদিন নামাজ পড়ছিলে, সে পাশেই শোয়া ছিল, তোমার আদূরে সন্তান ইউসুফ, হঠাৎ কেঁদে উঠল

সে, তোমার মনোযোগ চলে গেল তার দিকে আর আমার দিক থেকে তোমার মনযোগ সরে গেল। বিষয়টি আমার আত্ম মর্যাদায় লেগে বসল। আমার নবী আমার সামনে দাড়িয়ে অন্য কারো কথা চিন্তা করবে এটা কি করে হতে পারে, চাই সে তার সন্তানই হোক না কেন। ইব্রাহীম (আঃ) কে তার সন্তানের উপর কেন চুরি চালাতে নির্দেশ করলেন। আসলে সবই আমাদের শিক্ষার জন্য, যাতে আমরা আমাদের জীবনকে নবীদের মত করে গড়ে তুলি, চাই এতে জীবন যাক বা থাক এতে কোন পরোয়া নেই। প্রকৃত লক্ষ্য আল্লাহকে রাজী খুশী করা।

ফেরাউনের বাদীর ঈমান দীপ্ত কাহিনী

ফেরাউনের একজন বাদী ছিল। সে কালিমা পড়ল, মুসলমান হয়ে গেল। ধিরে ধিরে তার ঈমান গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ পেতে লাগল। এমনি ভাবে ফেরাউনও টের পেয়ে গেল।

তাকে উপস্থিত করা হল ফেরাউনের দরবারে তার সঙ্গে ছিল তার দু'টি শিশু সন্তান, একজন ছিল দুগ্ধপায়ী অপর জন কেবল হাটতে শিখেছে। ফেরাউনের নির্দেশে তেল ও তেলের কড়াইয়ের ব্যবস্থা করা হল। অগ্নি প্রজ্জলিত করা হল। চুলার উপর কড়াই দিয়ে তেল ডালা হল, টগবগ করে ফুটছে তেল, নির্দেশ মোতাবেক বিচারের মঞ্চ সাজানো হল। তুমি কোনটি গ্রহণ করবে? ফুটন্ত গরম তৈল, নাকি টাকা-কড়ি, অর্থ-সম্পদ, আহার উপহার। বল কি চাও তুমি? আমাকে প্রভু স্বীকার করলে সবই পাবে তুমি। আর মুসার প্রভুকে প্রভূ হিসাবে গ্রহণ করলে, তোমাকে জলতে হবে এ জলন্ত তেলে। প্রথমে তোমার সন্তানদেরকে তেলে ছাড়বো, পরে তোমাকে। সে মহিলা সিদ্ধান্তে অটল, অনড়, স্থির, কোনভাবেই ঘাবড়ালোনা। দাম্ভিকতার সঙ্গে উত্তর দিল। তোমার যা খুশী তা কর। আমি এক অদ্বিতীয় আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারিনা। এ জন্য আমার দু'টি সন্তান কেন আরো যদি বেশী হতো আর যদি তুমি সবগুলোকেও জালিয়ে ফেল, তবুও না, হযরত মাওঃ তারিক জামিল সাহেব বলেন, আমি চাই, আমাদের মুসলমান সকল নারী পুরুষের মধ্যেও আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে সব কিছুকে কুরবানী করার এমন উদ্দিপনা ও চেতনা সৃষ্টি হোক। বর্তমানে আমরা ভুল তরিকা আল্লাহর নাফরমানী, রাসূল (সাঃ)এর তরীকার বাহিরে চলা ছাড়তে পারি না। আল্লাহর জন্য কিভাবে জান কুরবান করব?

আমরা বলে থাকি, আত্মীয় স্বজন কি বলবে? পাড়া প্রতিবেশী কি বলবে? লোক সমাজে কিভাবে মুখ দেখাব? কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য,আমরা কি একথা কখনো ভেবে দেখেছি আমার আল্লাহ কি বলবেন? আমার রাসূল কি বলবেন? আমি আমার আল্লাহর সামনে কিভাবে মুখ দেখাবো? আমার রাসূলের সামনে কিভাবে মুখ দেখাবো?

এরপর ফেরাউন বড় সন্তানটি তুলে গরম তেলের কড়াইতে ছেড়ে দিল। সে জলে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল। 'মাতার সামনেই সব ঘটছে। আর যতই হোকনা কেন মা আর সন্তানের ব্যাপার স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা নিজ বান্দার প্রতি ভালবাসা ও দয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন। পিতার দয়া ও অনুকম্পার সাথে তুলনা করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা একথা বলেননি যে, তিনি পিতা থেকে ৭০ গুণ বেশী ভালবাসে বরং এ কথা বলেছেন, মা থেকে ৭০ গুণ বেশী ভালবাসেন। বড়সন্তানের অবস্থা দেখে মায়ের কলিজায় আঘাত লাগল। আল্লাহপাক দয়া করে মায়ের চোখের গায়েরী পর্দা সরিয়ে দিলেন। মা দেখলেন সন্তানের রূহ বেরিয়ে যাচ্ছে। মাকে লক্ষ্য করে বলছে মা ধৈর্য্য ধারণ কর তোমার ঠিকানা জান্নাত। জান্নাত তোমার অপেক্ষায় আছে।

এরপর ফেরাউন তার কোল থেকে দুগ্ধপানরত সন্তানটিকে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলল জলন্ত তেলে। মা এতে আরো ভেঙ্গে পড়লেন, দুঃখে যেন কলিজা ছিড়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ তা'য়ালা পুনরায় দয়া করে গায়েবের পর্দা উঠিয়ে দিলেন। সে তার প্রিয়, সন্তানের প্রাণ বের হতে দেখছিল। সে প্রাণ তাকে ডেকে ডেকে বলল, মা! মা!! জান্নাত! জান্নাত!! জান্নাত!!! তৈরী হয়ে আছে। অতঃপর সে অত্যাচারী মাকেও উঠিয়ে ফেলে দিল জলন্ত তেলের কড়াইতে তিনটি জীব একে একে জলে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল। তাদের হাড়গুলো তুলে পুতে ফেলা হল মাটিতে। দুই হাজার বছর পর যখন মানব কুলের শিরমনি সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মদ (সাঃ) মিরাজে যাচ্ছিলেন, আকাশের দিকে উঠার সময় তিনি জান্নাতের সুঘ্রাণ পেলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন– جِبْرَائِيلُ أَشُمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ জিব্রাইল! জান্নাতে খুশবু পাচ্ছি কোথা থেকে? জিব্রাঈল (আঃ) আরজ করলেন, ফেরাউনের বাদীর কবর থেকে এ ঘ্রাণ আসছে।

আমরা সকলে যদি এ জযবায় উদ্দিপনায় জেগে উঠি, সকল মুসলমান নারী-পুরুষদের যদি এ উদ্যোগ উদ্দীপ্ত করি যে, আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সাঃ) তরীকার উপর সব কিছু কুরবান করে দিব। সব কিছু বিলিয়ে দিব।

আমাদের নবী শেষ নবী, তার পর আর কোন নবী আসবেন না। আমরা শেষ উম্মত আমাদের পর আর কোন উম্মত আসবে না। আমাদের উচিত এ দুনিয়াকে কোন ভাবে অতিবাহিত করা। এ দুনিয়া থাকার জায়গা নয়। অতএব, আমরা দুনিয়াতে যা করব, দুনিয়ার জন্য যা করবো, তা কেবল প্রয়োজনের তাকিদেই করব, প্রয়োজন পুরা হওয়া পরিমাণই করব। ঘর বানানো প্রয়োজনের তাগিদে দেখানোর জন্য নয়, চাকচিক্যের জন্য নয়। আসল সৌন্দর্য ও চাকচিক্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে সাজিয়ে রেখেছেন। যা আল্লাহর বান্দাদের অপেক্ষায় আছে। দুনিয়া সাজানোর পিছনে লাগলেতো সে জান্নাত সাজানোর সুযোগ মিলবে না, তাই আমাদের উচিত দুনিয়াতে সাদাসিধা জীবন যাপন করা ও চির সুখের জায়গা জান্নাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

আমাদের দায়িত্ব হল প্রথমত নিজে পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম মেনে চলা, অন্যকেও ইসলাম ধর্ম বুঝিয়ে দেয়া। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, উদয়চল থেকে অস্তচলে কত ধরনের লোক বাস করে কেউ আরবী, কেউ আজমী, কেউ বাঙ্গালী, কেউ পাকিস্তানী, কেউ কালো, কেউ সাদা সকলই রাসূল (সাঃ) এর উম্মত, আর আমাদের নবী সর্ব শেষ নবী তার পর আর কোন নবী রাসূর আগমন করবে না। অমরা তার উম্মত শেষ উম্মত আমাদের পর আর কোন উম্মত আসবে না। আমাদেরই দায়িত্ব সকলকে আল্লাহর কথা বলা, আল্লাহর কথা বুঝানো। আজ কত মুসলমান নারী-পুরুষ তাওবা ছাড়া দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। কত হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পৌত্তলিক ঈমান গ্রহণ করা ব্যতীত দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে। আর গিয়ে পড়ছে জাহান্নামে। তাই আমাদের উচিৎ প্রত্যেকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে লেগে যাওয়া এবং ছোট-বড়, নারী -পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, বুড়া-জুয়ান সকলকে একথা বুঝানো যে ইসলামের প্রচার-প্রসার আমাদেরই দায়িত্ব, যতদিন আমরা ইসলামের প্রচার-প্রসার করব তত দিন ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকবে এবং বিধর্মীরাও ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকবে। আর আমরা যখন এ কাজ বন্ধ করে দিব তখন বিধর্মীরা ইসলামে দীক্ষিত হওয়া দুরের কথা আমরাই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাব। যা বর্তমানে ঘটছে, অথচ রাসূর (সাঃ)

ইসলাম ধর্মকে আমাদের নিকট পরিপূর্ণ অবস্থায় রেখে গেছেন, আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

(সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩)

আজ ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। হুজুর (সাঃ) মিনায় পৌছে ঘোষণা দিলেন।

اَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ – আজ যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের নিকট এ ধর্মকে পৌছিয়ে দাও। এটা তোমাদের দায়িত্বও কর্তব্য।

ইমাম গাজালী (রহঃ) এর অমর বাণী

ইমাম গাজালী (রহঃ) লেখেন– "দুনিয়াতে কোন মানুষ যদি কুফরী অবস্থায় মারা যায়। আর কোন মুসলমান যদি তার নিকট ঈমানের আলোচনা না করে তবে সে কুফরী অবস্থা মারা যাওয়ার কারণে সকল মুসলমানের উপরই এর দায়ভার বর্তাবে। কেননা সকল মুসলমানের উপরই দায়িত্ব ছিল। তার নিকট ঈমানের দাওয়াত পৌছানো।

প্রিয়, ভাই ও বোনেরা!

হুজুর পাক (সাঃ) এর চেতনা ছিল, যাতে প্রত্যেক নারী-পুরুষ প্রত্যেক ব্যক্তি জান্নাতে যায়, কেউ যেন জাহান্নামে না যায়। এ অনুপ্রেরণা ও ব্যথা সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ) থেকে শিখেছেন এবং তার পয়গাম নিয়ে পৃথিবীর আনাছে কানাছে পৌছে গিয়েছেন। তাদের উপর আল্লাহ রাজী ছিলেন। তারা আল্লাহর উপর রাজী ছিলেন। তাই তাদের মধ্যে পুরুষদের রাজিয়াল্লাহু আনহু, এবং মহিলাদের রাজিয়াল্লাহু আনহা বলা হয়।

উম্মে হারাম (রাঃ) কে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান

হযরত উম্মে হারাম বিনতে মালহান (রাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত মহিলা সাহাবীদের একজন। একদনি হুজুর (সাঃ) তাদের ঘরে তাশরিফ নিলেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ আরাম করলেন, নিদ্রা থেকে উঠে মৃদু হাসি হাসলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) হাসছেন কেন? হুজুর (সাঃ) উত্তরে বললেন, আমি সপ্নে দেখলাম আমার

উম্মতের এক দল বাদশাহের ন্যায় সামুদ্রিক অভিযানে যাচ্ছে। উম্মে হারাম বললন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) দো'য়া করুন, আমি যেন তাদের একজন হই? হুজুর (সাঃ) তার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করে দিলেন। হযরত মুয়াবিয় (রাঃ) কবরস অভিমুখে যে অভিযান চালিয়েছেন, সে অভিযানে উম্মে হারাম (রাঃ) তার স্বামীর সাথে উপস্থিত ছিলেন। সে সফরে তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। কবরস নগরীতেই তিনি সমাধিত হন। পুরুষ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব কাঁধে নিলেন সাথে সাথে মহিলারাও তাদেরকে সহযোগিতার ভার নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। মহিলারা নিজে নিজে একা একা ঘর থেকে বের হওয়া ঠিক নয়। তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে বের হতে পার। সে শর্তগুলো পুরা করে নিলেই বের হওয়া যায়। এ ছাড়া ও পুরুষরা ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য বের হলে নিজেদের প্রাপ্য অধিকারের মধ্যে কোন ধরনের কমতি হলে সহ্য করে ক্ষমা করেও এ মহত কাজে শরীক হতে পারেন।

হযরত আসমা (রাঃ) এর ঈমান দীপ্ত কাহিনী

হযরত যুবাইর (রাঃ) বিশেষভাবে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীদের একজন, রাসূল (সাঃ) এর বডিগার্ডদের অন্যতম রাসূল (সাঃ) বলেন, হে তালহা! হে যুবাইর জান্নাতে প্রত্যেক নবীর দু'জন করে হাওয়ারী তথা বডিগার্ড থাকবে, যারা সর্বদা তাদের ডানে বামে থাকবে। আর তোমরা দু'জন জান্নাতে আমার বডিগার্ড থাকবে, তোমরা সব সময় আমার ডানে বামে চলবে। তালহা হাওয়ারীর স্তর পর্যন্ত পৌছার পিছনে তার মাতা আসমা (রাঃ) এর অপরিসীম অবদান রয়েছে। সব চেয়ে বড় ব্যাপার হল তিনি নিজের ছেলেকে আল্লাহর হাবীব (সাঃ)-এর দরবারে পড়ে থাকা সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করে নিয়ে ছিলেন নিঃশব্দে আর এর বিনিময় চেয়েছেন জগত স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট নিজ সন্তানের নিকট চাননি কিছু। তার সে পরিস্থিতির কথা নিজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তিনি। আমার অবস্থা এমন ছিল যে, যুবায়ের সর্বদা রাসূল (সাঃ) এর দরবারে পড়ে থাকত। ঘরে কিছুই ছিল না। সাংসারিক কাজ কর্মও নিজে হাতে গোছাতাম, ঘরের বহিরে, ভিতরের সব কাজই নিজে করতাম, উট, ঘোড়ার দানা-পানির ব্যবস্থা করতে হত। ঘরের অভ্যন্তরিন কাজও গুচিয়ে নিতে হত। কখনো কখনো এক, দুই, তিন দিন পর্যন্ত উপোস থাকতে হত। পিতা ছিলেন, কিন্তু কখনো তার নিকট

অভিযোগ করিনি। হুজুর (সাঃ) ছিলেন কিন্তু কখনো তার নিকট ও অভিযোগ করিনি। আমার অধিকার আদায় করতে হবে এ বলে কখনো ঝগড়া বিবাদ করিনি। মহিলাগণ সাধারণত অতিদ্রুত নিজের হক্ব আদায়ের দাবী জানিয়ে থাকে। যে সকল মহিলা আল্লাহর জন্য ইসলাম ধর্মের জন্য নিজের হক্বকে মাফ করে দেয় তাদের আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে সকল প্রাপ্য এক সাথে বুঝিয়ে দিবেন। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি আসছে, অন্য ব্যক্তি তার পিছনে পিছনে আসছে। আর ফরিয়াদ করছে আয় আল্লাহ! এ ব্যক্তি আমার হক্ব মেরে দিয়েছে, তুমি আমার হক্ব নিয়ে দাও। আর সে ব্যক্তিও এমন ছিল যে, এ দুনিয়াতে হক্ব আদায় করে দেয়ার সামর্থ ছিল না। আল্লাহ তা'য়ালা গায়েব থেকে বলেন কি নিয়ে দিব? এর নিকট যে কিছুই নেই। লোকটি বলে, আয়া আল্লাহ! তার নেকীগুলো আমাকে নিয়ে দাও। আমার গুণাহগুলো তাকে দিয়ে দাও। পুনরায় আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা উপরের দিকে তাকাও। উপরে তাকাল নজর গিয়ে পড়ল একটি জান্নাতের উপর বিশাল, আলীশান, অনেক উচ্চ মানের স্বর্ণ-রৌপ্যের আট্টালিকা। সে প্রশ্ন করে আয় আল্লাহ! এ জান্নাত কার? কোন নবীর? সিদ্দিকের? কোন শহীদের? আল্লাহ বলেন, না, না, বান্দা তাদের না। যে মূল্য দিতে পারবে তার। লোকটি বলে উঠল, ইয়া আল্লাহ! এর বিনিময় কি? আল্লাহ বলেন, যে নিজের হক্ব মাফ করে দিবে এ জান্নাত তার। সে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে জান্নাত দান করুন। আমি তার থেকে আমার হক্ব নিব না। তোমার থেকে নিব।

যে সকল মহিলাগণ নিজের ছেল, স্বামী, পিতা, ভাইকে আল্লাহর জন্য আল্লাহর রাস্তার দিকে অগ্রসর করে দিবে এবং নিজের হক্ব মাফ করে দিবে। তাদের স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিদান দিবেন, নিজের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে দান করবেন। যেমনিভাবে হযরত আসমা (রাঃ) নিজের হক্বকে ক্ষমা করে দিয়ে ছিলেন, ক্ষুধায় কাতর কিন্তু কোন অভিযোগ নেই, পিতা, স্বামী বা রাসূলের দরবারেও কোন অভিযাগ নেই। চুপচাপ ধৈর্য্য ধরে চলেছে। মহিলা কেন কোন বীর পুরুষও ক্ষুধায় কাতর হওয়াটাই স্বাভবিক। একদিনের এক মর্মান্তিক ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির। আমাদের প্রতিবেশী ইহুদী মহিলা বকরী জবাই করে পাক বসিয়েছে। গোস্তের ঘ্রাণ আমার নাকে লাগল। মন ঝুকে পড়লো সে গোস্তের প্রতি। উপায় কি? বাহানা করে আগুনের জন্য গেলাম তার ঘরে আর ভিতরে ভিতরে

ভাবছিলাম, আগুন আনতে গেলে হয়ত আমাকে কিছু দিবে। কিন্তু না কিছুই দিল না। শুধু আগুন ধরিয়ে পাঠিয়ে দিল। এমন কি কিছু জিজ্ঞাসা করল না। আগুন দিয়ে করব কি? ঘরে পাক করার যে কিছুই নেই। আগুন ফেলে দিয়ে এসে বসে রইলাম। আর ধৈয্যে কুলায় না। আবার গেলাম আগুন আনার জন্য এবারও মহিলা আগুন দিয়ে পাঠিয়ে দিল। কি করব আগুন দিয়ে ফিরে এসে বসে রইলাম। অধৈর্য্য হয়ে পুনরায় গেলাম আগুন আনার জন্য। এবারও পূর্বের ন্যায় ঘটনা ঘটল। এবার এসে বসে বসে বিলাপ করলাম আল্লাহর দরবারে। আয় আল্লাহ! কাকে বলবো? কার কাছে চাইবো? কে আছে আমার তুমি ছাড়া, দাও প্রভু তুমি আমার জন্য কিছু ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ তা'য়ালা সবই দেখছেন। অতী দয়াহল আসমা (রাঃ) এর প্রতি। প্রতিবেশী ইহুদী ঘরের কর্তা আসলো খেতে বসবে আল্লাহ তার অন্তরে ঢেলে দিলেন অনুগ্রহের ভাব। সে বলল আজ আমাদের ঘরে কেউ এসেছিল কি? স্ত্রী বলল হ্যাঁ একজন আরবী প্রতিবেশী মহিলা ৩ বার আগুন নিতে এসেছিল। ইহুদী স্ত্রীকে বলল, যাও আগে পেয়ালা ভর্তি করে এক পেয়ালা গোস্ত তাকে দিয়ে আস, তারপর আমি মুখে দিব। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, সে মহিলা আমার নিকট গোস্তের পেয়ালা নিয়ে আসলো। আমি তখনও আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে বলছিলাম হায় আল্লাহ আমি কি করি? হায় আল্লাহ! আমি কি করি?

হযরত আসমা (রাঃ) কি পারতেন না নিজের ছেলে ও স্বামীর নিকট নিজের অধিকারের দাবী তুল তাদেরকে ঘরে বসিয়ে রাখতেন, নিশ্চয় পারতেন। কিন্তু তিনি সবর কষ্ট স্বীকার করেছেন, ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসার দৃঢ়তা ও অস্তীত্ব রক্ষার জন্য। তার এ কুরবাণীর বদৌলতে তার ছেলে যুবায়ের রাসূলের জান্নাতী হাওয়ায়ী হল, আচ্ছা বলুন, ছেলে যুবাইর হাওয়ায়ীর জান্নাতে হযরত আসমা (রা) কি বসবাস করবে না? নিশ্চয় করবেন, ধন্য সে সব নারীগণ, যারা ইসলামের জন্য দুনিয়ার সমূহ সুখ-শান্তি কুরবানী করে আখেরাতে তাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করিয়ে নিয়েছেন। আর ইসলামের বিস্তার এমনিতেই হয়নি বরং এর পিছনে রয়েছে অনেক কুরবাণী, ত্যাগ, জলাঞ্জলী। সাহাবায়ে কেরামের মায়েরা যদি নিজের সন্তানদেরকে স্ত্রীগণ নিজের স্বামীদেরকে আমাদের ন্যায় চোখের সামনে বসিয়ে রাখতেন তাহলে ইসলাম সুদূর আরব থেকে এদেশ পর্যন্ত এসে পৌছতো না।

মুহাম্মদ বিন কাসিম ও তার স্ত্রীর কুরবানী

সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম, সাবেক সিন্ধু দিপাল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পূর্ণ এলাকা জুড়ে সব মানুষের ইসলাম তার ত্যাগের ফলশ্রুতিতেই হয়ে ছিল। তিনি বিয়ের পর কেবল ৪ মাস ছিলেন স্ত্রীর নিকট। এরপর চলে আসেন সিন্ধু জিহাদে, বিজয় হয় ইসলাম ও মুসলমানদের। তিনি এখানে প্রায় সোয়া ২ বছর অবস্থানের পর তাকে শহীদ করে দেয়া হয়। তিনি তার স্ত্রীকে ৪ মাসের বেশী দেখেননি। তার স্ত্রীও তাকে ৪ মাসরে বেশী দেখেনি। কিন্তু এ কুরবানী ও আত্মত্যাগের ফলে অসংখ্য লোকের ইসলাম গ্রহনের সওয়াব স্বামী স্ত্রী উভয়ের আমল নামায় উঠে গেল। আর তাদের উভয়ের এ আমল যদি আল্লাহ তা'য়ালা গ্রহণ করে নেন তবে উভয়ে কিয়ামতের দিন মর্যাদার সাথে-জান্নাতে পৌছে যেতে পারবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

সব মানুষকে একথার উপর উঠানো যে, আমাদের কাজ, আমাদের পরিশ্রম, আমাদের ব্যাথা, আমাদের অনুতাপ ও চিন্তা ভাবনা যাতে কোন মানুষ দোযখে না যায়। এ চেতনা নিয়েই জীবন পরিচালনা করি যে, যেন কোন মানুষ অন্যায়ে লিপ্তনা হতে না পার। আমাদের সর্বদা এ চিন্তা ও থাকা উচিত যে, সকলের পিছনে মেহনত করার দায়িত্ব আমার। এ দায়িত্বের কারণ হল খমতে নবুয়াত। আমরা সকলেই জানি আমাদের নবী (সাঃ) সর্বশেষ নবী,তার পর আর কোন নবী আসবেন না। রাসূল (সাঃ) এর উম্মতের দায়িত্ব হল নিজে নেক কাজ করা অন্যকে করানো, নিজে অন্যায় কাজ বিরত থাকা, অন্যকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। তাই আমরা পুরুষরা পুরুষদের পিছনে, মহিলারা মহিলাদের পিছনে মেহনত শুরু করে দেই। শুধু নামাজ রোজা বা ইবাদতের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া কঠিন কেননা অন্যের মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা ও মেহনতের দায়িত্ব আমাদের উপর। আমরা যদি আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর জীবনীর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই। তিনি সর্বদা অন্যের চিন্তাই ব্যস্ত থাকতেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত